স্বর্ণ সম্ভার
২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 5 October, 2019 ■ আগরতলা, ৫ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ১৭ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দুর্গাপূজার ষষ্ঠির সন্ধ্যায় রাজধানী আগরতলার রাজপথে দর্শনার্থীদের ভীড়। ছবি নিজস্ব।

ষষ্ঠীর রাতেই রাজপথে ভীড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। ষষ্ঠীর রাতেই রাজধানী আগরতলা শহরে রীতিমতো জনঢল নামে। প্যান্ডেলগুলিতে দর্শনার্থীদের ভীড় লক্ষ করা গিয়েছে। আলোর রোশনায় মায়াবী রূপ নেয় রাজধানী আগরতলা। এদিন আগরতলা শহরের প্রায় সব প্যান্ডেল দর্শনার্থীদের দন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তবে কিছু প্যান্ডেলের কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি। রাতের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা।

এদিকে, শহরে যানচলাচল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পুলিশ প্রশাসনের ট্রাফিক বিভাগের তরফ থেকেও তৎপরতা চালানো হয়েছে। বিভিন্ন ট্রাফিক পোস্টে কর্মরত ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা যানবাহন চালকদের হাতে সচেতনতামূলক প্রচার পত্র বিলি করেছেন দিনভর। তাছাড়া বিগ বাজেটের পুজো মন্ডপের সামনে যানজট নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ক্লাবগুলির তরফ থেকেও স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে।

বাঙ্গালীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব গুলির মধ্যে একটি অন্যতম উৎসব হল দুর্গা পূজা। সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠ থেকে দশম দিন পর্যন্ত শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি দিন যথাক্রমে 'দুর্গাষষ্ঠী', 'মহাসপ্তমী', 'মহাষ্টমী', 'মহানবমী' ও 'বিজয়াদশমী' নামে পরিচিত। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষটিকে বলা হয় 'দেবীপক্ষ'। দেবীপক্ষের সূচনার অমাবস্যাটির নাম মহালয়া। দেবীপক্ষের শেষ দিনটি হল কোজাগরী পূর্ণিমা। এই দিন হিন্দু দেবী লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। তিথি অনুযায়ী শুক্রবার দুর্গাষষ্ঠী। এইদিন বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ গুলিতে ধর্মীয় রীতি নীতি মেনে অনুষ্ঠিত হয় ষষ্ঠী পূজা। তিথি অনুযায়ী এইদিন দুপুর ২ টা ২৬ মিনিট পর্যন্ত ষষ্ঠী পূজা করা যাবে। শনিবার বিকাল ২ টা ৮ মিনিট পর্যন্ত সপ্তমী পূজা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান এক পুরহিত। শুক্রবার পুরহিতের মন্ত্র পাঠের মধ্যদিয়ে সাঙ্গ হয় ষষ্ঠীপূজা। ষষ্ঠীপূজা উপলক্ষ্যে এইদিন সকাল থেকে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ গুলিতে ভিড় জমান ভক্তপ্রান মানুষ। পূজা শেষে সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রাজধানীর দক্ষিন জয়নগরস্থিত মুক্ত প্রান সংঘের উদ্যোগে শুক্রবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এলাকার দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত সহ ক্লাবের পদাধিকারিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা এলাকার দুস্থদের হাতে বস্ত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত পূজার দিন গুলি সকলকে শান্তিপূর্ণ ভাবে কাটানোর আহ্বান জানান। নেশাগ্রস্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় বাইক-অটোর সংঘর্ষে গুরুতর আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ অক্টোবর।। যান সন্ত্রাসে আবারও ত্রিপুরায় রক্তাক্ত হয়েছে জাতীয় সড়ক। শারদোৎসবের প্রাক্কালে চাকমাঘাটস্থিত লোকনাথ আশ্রমের পাশে অটো ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের প্রথমে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরে আগরতলায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের চাকমাঘাটস্থিত লোকনাথ আশ্রমের পাশে টিআর ০১ সি ৪১৫ নম্বরের অটোর সাথে টিআর ০১ এম ৭৭১৬ নম্বরের বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে অটোর চারজন যাত্রী এবং বাইক চালক আহত হন। পুলিশ জানিয়েছে, বাইক চালক পরিতোষ দেববর্মা (১৮) দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন। অবশ্য পুলিশ দুর্ঘটনার জন্য বাইক চালককেই দায়ী করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, তেলিয়ামুড়া থেকে প্রচণ্ড গতিতে চাকমাঘাটের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল বাইকটি। পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এতে চার অটো যাত্রী জলসিং রিয়াং (৩০), যুক্তরাই রিয়াং (৬০), মধুমণি দেববর্মা (৩১) এবং কর্ণজিৎ দেববর্মা (২৫) গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনায় বিকট শব্দে স্থানীয় জনগণ ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয়, তেলিয়ামুড়া থানায় ও দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং আহতদের উদ্ধার করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

শারদোৎসব উপলক্ষে ৫-৮ অক্টোবর জাগরণ ও রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই ৬-৯ অক্টোবর চারদিন জাগরণ প্রকাশিত হবে না।

জলেফায় বিশেষ শিল্পাঞ্চলের অনুমোদন কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। সাব্রুমের পশ্চিম জলেফাতে স্পেশাল ইকোনমিক জোন গড়ে তোলার জন্য নীতিগতভাবে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের বাণিজ্য দপ্তর (সেজ)। এবছর জুন মাসে এখানে কৃষিভিত্তিক এস ই জেড গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিল রাজ্য সরকার। রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে আজ এই সংবাদ জানানো হয়।

উল্লেখ্য, পশ্চিম জলেফাতে এই সেজ গড়ে তুলতে প্রস্তাবিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১৪৭ কোটি টাকা। পরিকল্পনা অনুযায়ী এখানে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৌরনগরে রেগার মজুরি না পেয়ে সচিবকে তালাবন্দি করলেন শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে রেগার মজুরি না পেয়ে পঞ্চায়েত সচিবকে তালাবন্দি করলেন ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। তবে আগামীকাল শনিবার মজুরি প্রদানের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে বিক্ষুব্ধ রেগা শ্রমিকরা পঞ্চায়েত সচিবকে তালামুক্ত করেন।

ঊনকোটি জেলা সদর কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনে শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে পুজোর প্রাক্কালে এমজিএনরেগার মজুরি না পাওয়ায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা। আজ শুক্রবার তাঁরা পঞ্চায়েতের সচিব ইয়ামির আলি-সহ আরও দু'জন জিআরএসকে অফিসের ভিতরে আটকে রেখে তালা ঝুলিয়ে দেন। রেগা শ্রমিকরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পুজোর প্রাক্কালে পঞ্চায়েত এলাকায় রেগার কাজ করার পর সচিব ইয়ামির আলি পঞ্চায়েতের বড় অংশ শ্রমিকদের মজুরি মিটিয়ে না দিয়ে কয়েকজনকে মজুরি দিয়েছেন। তাঁদের আরও অভিযোগ, যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের বঞ্চিত করে যাঁরা কাজ করেননি তাঁদেরকে মজুরি দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতটি কংগ্রেস এবং সিপিআইএম দুই দলের পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত। এদিন প্রায় দু'ঘণ্টা তালাবন্দি থাকার পর পঞ্চায়েত সচিব ইয়ামির আলি ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের বলেন, শনিবার মজুরির টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। এই আশ্বাস পাওয়ার পর ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা তালা খুলে দেন। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, ইয়ামির আলির কারণেই একাংশ শ্রমিক মজুরি পাননি। এছাড়া গ্রামবাসীরা আরও অভিযোগ করেন যে, পঞ্চায়েত সচিব ইয়ামির আলি প্রায়ই মদমত্ত অবস্থায় অফিসে আসেন। আজও তিনি পঞ্চায়েত অফিসে মদমত্ত অবস্থায় ছিলেন। শ্রমিকরা কেন মজুরি পেলেন না এই প্রশ্নের উত্তরে একেকবার একেক রকম উত্তর দিচ্ছেন। শ্রমিকরা বিদ্রুপ করে বলেন, তিনি এতটাই মদমত্ত হয়ে রয়েছেন, সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারছেন না।

এদিন উত্তরের সচিব দাবি করেন, পঞ্চায়েতের পাঁচ নং ওয়ার্ডের ৪১ জন শ্রমিক কাজ না করে মজুরির দাবি করছেন, তাই মজুরি দেওয়া হয়নি। আবার বলেন, সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু কাজ করে এখন কেন মজুরি দেওয়া হচ্ছে প্রশ্নের জবাব তিনি এড়িয়ে গেছেন। অথচ শুধু পাঁচ নং ওয়ার্ডেই নয়, পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের শ্রমিকরা মজুরি পাননি। এছাড়া ইয়ামির আলি শনিবার মজুরি দেবেন বলে যা ঘোষণা করেছেন তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। কারণ, শনিবার থেকে সরকারি অফিস, আদালত, ব্যাঙ্কে পুজোর ছুটি ঘোষণা হয়েছে। ফলে রেগা শ্রমিকদের মজুরি প্রদান নিয়ে সংশয় থাকছেই।

প্রতীক্ষার অবসান চালু হল উড়ালপুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। বহু প্রতীক্ষার অবসান হল আজ। জৌলুস ছাড়াই চালু হয়ে গেল ত্রিপুরার প্রথম উড়ালপুল। আজ নরসিংগড়ে অবস্থিত দৃষ্টিহীন স্কুলের পড়ুয়াদের হাত দিয়ে উদ্বোধন হয়েছে উড়ালপুলের। সে সময় ছিলেন না মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর মন্ত্রিসভার কোনও সদস্যই। শুক্রবার বিকেল চারটায় সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে উড়ালপুল। মুহূর্তের মধ্যেই বাইক এবং ছোট গাড়ির যাতায়াত শুরু হয়ে যায়। মূলত, দুর্গাপূজায় আগরতলায় যানজট এড়াতেই তড়িঘড়ি উড়ালপুলটি ত্রিপুরাবাসীর জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

তিন বছর আগে ওই উড়ালপুলের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল। নির্মাণ কাজে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। উড়ালপুলটি শুরু থেকেই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। কারণ, নির্মাণকারী সংস্থা নাগার্জুনা কনস্ট্রাকশন কোম্পানির খ্যাতি ছিল না দেশে। অভিযোগ, ওই সংস্থা বহু জায়গায় কালো তালিকাভুক্ত হয়েছে। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার তবুও ওই সংস্থাকেই কাজের বরাত দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক ক্রমশ বেড়েছে। তাছাড়া, উড়ালপুলটি নির্মাণের ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণেও বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। কারণ, উড়ালপুল নির্মাণে বহু মানুষের বাড়িঘর প্রশাসন ভেঙে দিয়েছে। অবশ্য তারা বেআইনিভাবে সরকারি জমি দখল করে দোকানপাট, বাড়িঘর তুলেছিলেন। তাই, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন ওই সব বাড়িঘর, দোকানপাট ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে উড়ালপুলের জন্য জমির ব্যবস্থা করেছিল।

তাতেও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি উড়ালপুলের। নির্মাণ কাজের গুণমান নিয়ে একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে। তবে, বহিঃ রাজ্যের অভিজ্ঞ সংস্থা দিয়ে গুণমান এবং নিরাপত্তা যাচাইয়ের পর উড়ালপুলিট ব্যবহারের জন্য যোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে অনিয়মের অভিযোগে উড়ালপুলের নির্মাণকাজ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ত্রিপুরা সরকার। প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী-সহ পূর্ত দফতরের পাঁচ আমলার বিরুদ্ধে দুর্নীতির দায়ে তদন্ত চলছে। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা পুলিশ চার্জশিটও জমা দিয়েছে। তাছাড়া, পূর্ত দফতরের তিন প্রাক্তন আমলাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্রামগঞ্জে রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ অক্টোবর।। ফের রেলে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তার নাম ফুলকুমার জমাতিয়া (৫০)। শুক্রবার সকালে সিপাহিজলা জেলার অধীন মেলাঘর থানাধীন কলিরামপাড়ার রেলসেতু সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনের ওপর তার ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

মেলাঘর থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ফুলকুমার ত্রিপুরা কলিরামপাড়ারই বাসিন্দা। কিন্তু, তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে মনে হচ্ছে না। পুলিশের অনুমান, মদমত্ত অবস্থায় রেল লাইন পার হতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন তিনি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দেওয়ায় সমস্যায় বাংলাদেশ ঃ হাসিনা

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর (হি.স.)।। ভারত পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দেওয়ায় মহা সমস্যায় বাংলাদেশ উ নয়াদিল্লিতে ওয়ার্ল ইকনমিক ফোরাম আয়োজিত 'ইন্ডিয়া ইকনমিক সামিটে' যোগ দিতে এসে শুক্রবার নিজেই একথা বলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদিন খানিক কটাক্ষের সুরেই বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, "জানি না কেন আপনারা পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দিয়েছেন, আমরা মহা সমস্যায় পড়ে গিয়েছি।

বাজারে পেঁয়াজের অগ্নিমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে বিদেশে পেঁয়াজের রফতানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীনস্থ ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড। গত ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে পেঁয়াজের রফতানি বন্ধ রেখেছ ভারত। ফলে ভারত থেকে বাংলাদেশে যাচ্ছে না পেঁয়াজ। আর তাতেই সমস্যায় পড়েছেন ওপার বাংলার মানুষ। শুক্রবার যা উঠে এল সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথায়। এদিন তিনি বলেন, আমি তো রাঁধুনিদের বলেছি রান্নায় যেন একদম পেঁয়াজ না দেয়।" বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এমন কথা শুনে হেসে ওঠেন সামিটে হাজির অনেকেই। হাসিনা আরও বলেন, "হঠাৎ করে পেঁয়াজ রপ্তানী বন্ধ করে দেওয়ায় খুবই সমস্যা হচ্ছে। আগে থেকে কোনও নোটিস দেওয়া হয়নি। এ বার থেকে এরম কিছু করলে আগে থেকে জানিয়ে দিলে ভালো হয়।" তবে এর পাশাপাশি পরিস্থিতির যে দ্রুত পরিবর্তন হবে সেই আশ্বাসও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এক মাসে পেঁয়াজের দাম দ্বিগুণ বেড়েছে। এখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৮০ টাকা কিলো দরে। শুধু বাংলাতেই নয়, দেশ জুড়ে পেঁয়াজের দাম মাত্রা ছাড়া। বাংলায় পেঁয়াজ উৎপাদন কম হয়। নাসিক থেকে আনা হয় পেঁয়াজ। অনুমান, অতিবৃষ্টির জেরে নাসিক থেকে সারা দেশেই পেঁয়াজের সরবরাহ কমে যাওয়ার কারণেই বাড়ছে দাম। পেঁয়াজের চড়া দামের উপর লাগাম টানতে, সরকারের তরফে পরবর্তী কোনও নির্দেশ না আসা পর্যন্ত রফতানি বন্ধ রাখার এই সিদ্ধান্তই বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রক।

রাজ্যে ২৪৫৯টি দুর্গাপূজা হচ্ছে, নিরাপত্তায় নিয়োজিত ৯২৫০ পুলিশ কর্মী ঃ ডিজিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। সারা ত্রিপুরায় ২৪৫৯টি দূর্গা পূজা হবে। এই দুর্গোৎসবে নিরাপত্তার দায়িত্বে ৯২৫০ জন পুলিশ ও টিএসআর মোতায়েন থাকবেন। এছাড়া ৮৯টি ওয়াচ টাওয়ার এবং ১১৯টি সিসিটিভি বসানো হবে। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক এ কে শুক্লা। তাঁর দাবি, দুর্গোৎসবকে আরও আনন্দমূখর করে তুলতে নিরাপত্তায় কোন ঘাটতি রাখা হবে না। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় আপাতত কোন ধরনের নাশকতামূলক গতিবিধির হুমকি নেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে তেমন কোন সতর্কতাও জারি করা হয়নি। তবুও, বাড়তি নিরাপত্তার আয়োজনও করা হয়েছে।

এদিন তিনি জানান, ত্রিপুরায় এবছর ২৪৫৯টি দূর্গা পূজা এখন পর্যন্ত নথিভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে

শহর এলাকায় ৮৬৯টি এবং গ্রামীণ এলাকায় ১৫৯০টি দূর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হবে। তাঁর কথায়, আগরতলা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ৫০৩টি দূর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হবে, এর মধ্যে বাড়িঘরের পূজা রয়েছে ২০০টি।

ডিজিপি এ কে শুক্লা বলেন, দুর্গোৎসবকে নির্বিঘ্নে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর কথায়, দূর্গা পূজায় নিরাপত্তায় ৯২৫০ জন পুলিশ ও টিএসআর মোতায়েন থাকবেন। তাঁদের মধ্যে ৫১৫০ জন টিএসআর এবং ৪১০০ জন পুলিশ কর্মী রয়েছেন। তাঁর দাবি, ওই নিরাপত্তা কর্মীরা দুর্গোৎসবে ত্রিপুরার আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক রাখার দায়িত্ব পালন করবেন।

এদিন তিনি জানান, এই দুর্গোৎসবকে ঘিরে সারা ত্রিপুরায় ২০৮টি পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র খোলা হবে। তার মধ্যে আগরতলা শহরের জন্যই রয়েছে ৫২টি পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র। তিনি আরও জানান, সারা ত্রিপুরায় ৮৯টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা হচ্ছে। তার মধ্যে আগরতলায় স্পর্শকাতর এলাকায় ২৯টি টাওয়ার্স বসানো হয়েছে। ডিজিপি জানিয়েছেন, সিসিটিভির মাধ্যমেও নজরদারি রাখা হবে। তাই, সারা ত্রিপুরায় ১১৯টি স্থানে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে। তার মধ্যে আগরতলা শহরের ৩৫টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

ডিজিপি শ্রীশুক্লা জানিয়েছেন, এবছর রেলের তরফে প্রচুর নিরাপত্তা কর্মী পাওয়া যাবে। তাঁর অনুমান, পার্শবর্তী রাজ্য এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পূজা দেখতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার আট মাস পরও উদ্বোধন হচ্ছে না ফুট ব্রিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ অক্টোবর ।। প্রত্যন্ত এলাকার ৮০টি উপজাতি পরিবারের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে স্টিল ফুট ব্রীজের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল প্রায় ৮ মাসের মধ্যে। এবার উদ্বোধনের জন্য প্রহর গুণছে স্টিল ফুট ব্রীজটি। তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লকের অধীন কারলেং এলাকায় তৈরি হয়েছে এই স্টিল ব্রীজটি। কারলেং হয়ে কাইপেং পাড়া ভায়া তেলিয়ামুড়াতে আসার একমাত্র সংযোগ স্থাপনের রাস্তা এটি।

পূর্বে এলাকার উপজাতিদের ছড়া পারাপার হয়ে যাতায়াত করতে হতো। ২০১৬ সালে তৎকালীন বিজেপি দলের তেলিয়ামুড়া বিধানসভার ৪৬টি বুথের প্রভারী হয়ে এসেছিলেন কল্যাণী রায়। তিনি ওই সময় কারলেং এলাকায় বিজেপি দলের হয়ে জনসম্পর্ক অভিযান করতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলেন শুধুমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম না থাকার কারণে। ওই সময় অর্থাৎ ২০১৭ সালে কারলেং এলাকাবাসীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হলে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ছড়ার উপর সেতু নির্মাণ করে দেওয়া হবে। ২০১৮ সালের মার্চ মাসে বিজেপি জোট সরকার গঠন হয়। কল্যাণী রায়ও বিধায়িকা হন। কিন্তু প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যাননি।

ছড়ার উপর সেতু নির্মাণের বিষয়টি নিয়ে বিধায়িকা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পরে ২০১৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি সেতু নির্মাণের জন্য শিলান্যাস করেন বিধায়িকা কল্যাণী রায়। ওই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ছিলেন কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী সহ তেলিয়ামুড়া আরডি ডিভিশনের কর্মকর্তারা। সেতুটি নির্মাণের জন্য বরাত দেওয়া হয়েছিল আরডিকে। সেই মোতাবেক ৬৮ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ব্যায়ে স্টিল ফুট ব্রীজটি নির্মাণ করে তেলিয়ামুড়া আরডি ডিভিশন। মাত্র ৮ মাসেই সেতু নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়।

এই সেতুটি নির্মাণ হওয়াতে এলাকাবাসীদের মুখে হাসি ফুটল। উল্লেখ্য থাকে বিগত বাম সরকারের আমলেও এলাকাবাসী একটি সেতু তৈরি করে দেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু ওই সময়ে বাম প্রশাসন এলাকাবাসীদের দাবিটিকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ৪ ◻ ৫ অক্টোবর ২০১৯ ইং ◻ ১৭ আশ্বিন ◻ শনিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

যুগে যুগে সুবিধাবাদ

সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ। যুগ যুগ ধরিয়া এই সুবিধাবাদেরই জয়জয়কার। সর্বব্যাপী এই সুবিধাবাদ সর্বক্ষেত্রেই থাবা বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। নীতি আদর্শের বালাই নাই, যেখানে সুবিধা আছে সেখানেই সঁপিয়া দিবার প্রবণতা এখন মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে। এমন নির্লজ্জ সুবিধাবাদ আগে তেমন দেখা যাইত না। দিনে দিনেই মানুষের মেরুদন্ড বাঁকা হইয়া সুবিধাবাদের কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ করিয়া চলিয়াছে। শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই নহে সর্বব্যাপী এই সুবিধাবাদ কায়েম হইয়া যাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই নৈতিকতাবোধ আক্রান্ত হইয়াছে। লোভ, চাওয়া পাওয়ার কাছেই মানুষ নিজেদের সঁপিয়া দিয়াছে। সেখানে মানবতা, মনুষ্যত্বও ভুলুণ্ঠিত হইতেছে। প্রতিকারের কোনও পথ আছে মনে হয় না। কিন্তু, না সুবিধাবাদীরা বারবার ইতিহাস নিন্দিত হইয়াছে। মানুষের লালিত বিশ্বাসকে এত সহজে দূরে ঠেলিয়া দেওয়া যাইবে না। সুবিধাবাদীরা সব সময়ই ঘৃণিত জীব হিসাবে চিহ্নিত হইয়া আসিতেছে।

বেশী দূর যাইতে হইবে না। এই ছোট্ট পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরার সুবিধাবাদী ঘটনা তো কাহারও অজানা নহে। এরাজ্যে বাম আমলে যাহারা দুইহাতে সুবিধা কুড়াইয়া নিয়াছেন তাহারা এখন রাতারাতি এই নতুন জমানাতেও বহাল তবিয়তে আছেন। বাম জমানায় দুই হাতে লুটিয়া পুটিয়া খাওয়াতেই শেষ নহে বিভিন্ন সরকারী ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তি হিসাবেও ভূষিত হইয়াছেন। সোজা কথায়, বাম জমানায় বিশ্বস্ত লোক এই রাম জমানাতে রাতারাতি পাল্টি খাইয়া গেল। এই ঘটনা এইখানেই থামিয়া নাই বামভক্ত বুদ্ধিজীবিরা এখন এই রাম আমলে বামেদের বিরুদ্ধে সরব হইয়াছেন। বুদ্ধিজীবিরা গাছের গোঁড়ারও খায় আগারও খাওয়ার এই ঘটনা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে সুবিধাবাদীরাই দেশ ও রাজ্য পরিচালনায় সহায়ক শক্তি হইয়া উঠিতেছে। এই রাম আমলে চাকুরী ইত্যাদি নিয়া দুর্নীতির অভিযোগ নাই বলিলেই চলে। কিংবা চাকুরী নিয়া দলবাজীর অভিযোগও তেমন নাই। যদিও এই রাম আমলে সরকারী ক্ষেত্রে তেমন নিয়োগও নাই। রাজ্য জুড়িয়া চাকুরী প্রার্থীদের সংখ্যা বাড়িতেছে। কিন্তু, নিয়োগে দুর্নীতি ও দলবাজী আছে এমন অভিযোগ নাই। কিন্তু, বাম আমলে চাকুরী প্রদানে চলিত নগ্ন দলবাজী। ক্ষমতাসীন দলের অনুগত না হইলে চাকুরী নৈব নৈব চ। এই দলবাজী চালাইয়া যুবকদের দলে টানিবার কৌশল এক সময় তো মার খায়। কিন্তু, ক্ষমতাসীন বিজেপির বিরুদ্ধে চাকুরী নিয়া দলবাজীর অভিযোগ উঠিবার তো সুযোগই নাই। কারণ সরকারী চাকুরীই তো দিতে পারিতেছে না। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলিয়াছেন সরকারী চাকুরী প্রদানই বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ নহে। বিভিন্ন স্বনির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে বেকারদের নিজের পায়ে দাঁড়াইবার পরামর্শ দিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই অবস্থায় খুব সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন উঠিবে সেখানে সুবিধা ভোগীরা রাতারাতি নিজেদের সুবিধা আদায় করিয়া নিল কিভাবে? এই প্রশ্নই আজকের সময়ে সবচাইতে বড় কথা। এই সুবিধাবাদীরা নানা কলা কৌশলে দক্ষ। কিভাবে ক্ষমতাসীনদের মন জয় করিয়া তাহাদের অন্দরে ঢুকিতে হয় সেই কলা কৌশল তাহাদের জানা। এইসব সুবিধাবাদীরাই চরম ক্ষতিসাধনেও সক্ষম। ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিতে উস্তাদ। বিজেপি জোট সরকারের আমলে সুবিধাবাদীরা ইতিমধ্যে চিহ্নিত হইয়া আছেন। তাহাদের দেখা যায় ক্ষমতাধরদের সামনে গদগদ হইয়া থাকিতে। রাজ্যের দুর্দিনের কর্মীরা কোনও দলের ক্ষতি চাইবে না। কিন্তু, কোনও দল ক্ষমতায় বসিয়া কি সত্যিই দুর্দিনের কর্মীদের মূল্য দেয়? দেখা যায় সেই কর্মীরা হারাইয়া গিয়াছে, সেখানে দাপাইয়া বেড়াইতেছে নব্যরা। যুগে যুগেই কম বেশী এই ঘটনার নজীর আছে। সুবিধাবাদীদের খপ্পরে পড়িয়া উচিত শিক্ষা পাইয়াছে সিপিএম। বাম নেতাদের অনেকে নিশ্চয়ই বলিবেন কি ভয়ংকর ঘটনা, দুধ কলা দিয়া কাল সাপ পুষিয়াছিলাম। আজ ক্ষমতার উত্তাপ আছে বলিয়া হয়ত সেই সুবিধাবাদীদের ষড়যন্ত্রের মুখ কোন দিকে বলা কঠিন হইবে। কিন্তু, তাহারাই সময় সুযোগ বুঝিয়া ছোবল মারিবে। সুতরাং সুবিধাবাদীরা নানা কলা কৌশলে অভ্যস্ত তাই তাঁহারা যুগে যুগে দুইহাতে সুবিধা নিয়াই থাকে। সুবিধাবাদীদের উপর ক্ষমতাসীনদের যখন নির্ভরতা বাড়ে তখনই সর্বনাশের পথ প্রশস্ত হয়।

সেভ ড্রাইভ, সেফ লাইফ জন সচেতনতা মূলক বার্তায় পঞ্চাশ বছর উদযাপনে প্রান্তিক সঙ্ঘ

সিউড়ি ৪ অক্টোবর (হি. স.) : সেভ ড্রাইভ, সেফ লাইফ থেকে সেভ ওয়াটারের মত জন সচেতনতামূলক বার্তাকে সামনে রেখে ক্লাবের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে দুর্গা পুজোর আয়োজন করছে সিউড়ির প্রান্তিক সংঘের সদস্যরা। জেলা সদরের বড় দুর্গা পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম হল প্রান্তিক সংঘের দুর্গাপুজো।

এই বছর সেই ক্লাবের পঞ্চাশ বছর পূর্তি সেই উপলক্ষ্যে প্রতিমা থেকে আলোক সজ্জা সব কিছুতেই বিশেষ আর্কষণ তো থাকবেই তবে ক্লাব কর্তৃপক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, তাঁদের মূল লক্ষ্য হল জন সচেতনতা। ক্লাব সদস্যদের কথানুসারে, এই বছর মহালয়ার দিন তাঁরা একটি বিশাল পদযাত্রা করবে। যেখানে অংশ গ্রহণ করবে ওই এলাকার অসংখ্য মানুষজন এবং সিউড়ি ও তার পার্শবর্তী এলাকা থেকে প্রায় ১২ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। সেই মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের হাতে থাকবে ''সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ'', ''গাছ বাঁচাও'', ''সেভ ওয়াটার'', ডেঙ্গি সচেতনতা, প্লাস্টিক বর্জন-সহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক ব্যানার-পোস্টার। সেই ব্যানার পোস্টার তৈরির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া পুরসভা, বন দফতর, সিউড়ি ১ ব্লকের পক্ষ থেকেও কিছু ট্যাবল দেওয়া হবে বলে দাবি ক্লাব কর্তৃপক্ষের। জানা গিয়েছে প্রান্তিক সংঘের ''বাগেশ্রী'' শাখার (এই শাখা ক্লাবের সাংস্কৃতিক দিকটি দেখে) সদস্যরা সেই পোস্টার তৈরির কাজ করছে। মহালয়ার দিন ওই র্যাকলি সারা শহর পরিক্রমার পর পুনরায় তাঁদের ক্লাবে ফিরে আসবে, সেখানে মণ্ডপের পাশেই একটি জায়াগায় জন সচেতনতামূলক পোস্টারগুলি লাগানো হয়েছে যাতে আগত দর্শনার্থীরা সেইগুলি দেখতে পান।

ক্লাব সদস্য থেকে জানা গিয়েছে, ১৯৭০ সালে মহালয়ার দিন সিউড়ি বড় বাগানে প্রান্তিক সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। তবে তাঁদের দুর্গাপুজো শুরু হয় ১৯৭৫ সাল থেকে। এরপর ২০১৪ সালে ক্লাব সদস্যরা একটি মন্দির তৈরির পরিকল্পনা নেয়। সেই মন্দির তৈরির কাজ প্রায় শেষেরদিকে। এখন ওই মন্দিরের ভিতরেই দুর্গাপুজো হয়। পুজোর প্রতিদিন হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ক্লাবের সাংস্কৃতিক শাখা বাগেশ্রী শাখার সদস্য মানবী সরকার বলেন,' আমাদের পোস্টার বানানোর কাজ চলছে, তাছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে।' ক্লাব সদস্যরা জানিয়েছেন, এই বছর তাঁদের পূজোর বাজেট প্রায় আট লক্ষ টাকা। তার মধ্যে প্রায় চার লক্ষ টাকা খরচ করা হবে আলোকসজ্জায়। এইবার চন্দননগর থেকে লাইটিং আনা হচ্ছে। তাছাড়া দুর্গা প্রতিমা হবে ডাকের সাজের। ক্লাবের সম্পাদক গৌতম দাস বলেন,' জন সচেতনতাকে মাথায় রেখে আমাদের এই পরিকল্পনা। তাছাড়া পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমারা সারা বছরই নানান কর্মসূচি পালন করব।'

নাগরিকপঞ্জী নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে

বরুণ দাস

সাধারণ মানুষের ন্যূনতম স্বস্তিটুকুও কেড়ে নিতে শাসকদল। একে তো স্বাধনীনতার ৭২ বছর পরও দেশের সিংহভাগ মানুষের 'নুন আনতে পান্তা ফুরনো'র মতো অবস্থা। অন্যদিকে কতিপয় মানু, দ্রুত ফুলে -ফেঁপে উঠছেন। আর্থিক সমৃদ্ধি বা উন্নয়নের যাবতীয় ক্ষীরটুকু তারাই নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খাচ্ছেন। বাকিরা যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই পড়ে আছেন। তাদের নিয়ে মাথা ঘামানোর কেউ নেই। শুধু ভোটের সময়ই তাদের কথা মনে পড়ে নেতা মন্ত্রীদের।

বছরের অন্য সময়ে তারা ব্রাত্য থেকে যায়, কিন্তু জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ওই ব্রাত্য মানুষগুলির অবস্থার কোনওরম বদল ঘটে না। অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য,রোজগার সব ব্যাপারেই তারা পিছনে পড়ে থাকেন। খরা বন্যা সুনামি, ভূকম্প সহ মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ দুর্বিপাকে এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। অথচ উপেক্ষিত এই মানুষগুলিই কিন্তু বাঁচিয়ে রেখেছেন ওপরতলার মানুষদের। এরা বেঁকে বসলে ওই মানুষগুলির অবস্থা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়।

এই বিরাট সংখ্যক মানুষগুলির একটা অংশের শিকড় এপার বাংলায় নয় একথা আমরা অনেকেই কমবেশি জানি। একমাত্র ধর্মীয় কারণেই এরা নিজেদের প্রিয় বাস্তুভিটে ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন এপার বাংলায়। সাতচল্লিশের ভারত ভাগের পরই এই আসার ঢল নেমেছে। একাত্তরে পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পরও এই সমস্যার কোনও সুরাহা হয়নি। বরং আগের চেয়েও ওপার ছেড়ে এপারে আসার স্রোত বেড়েছে। আইনি ও বেআইনি-দুই পথেই। ওপারে সংখ্যালঘুরা এখন ২২ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ।

এপারে আসার পর কঠোর ও কঠিন জীবন সংগ্রামে শামিল হয়ে নতুন করে নিজেদের পায়ের তলায় মাটি খুঁজে নিয়েছেন এদের সিংহভাগই। যাঁরা পারেননি, তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন রেললাইনের ধারে কিম্বা খালপাড়ের ঝুপড়িতে। কেউবা শহর ও শহরতলির পরিত্যক্ত এলাকার বস্তিতে। পেশাগত পরিবর্তন ঘটেছে। যিনি ছিলেন ভাগচাষি, তিনি হয়েছেন হয়তবা রাজমিস্ত্রি, যিনি ছিলেন খেতের কাজে পারদর্শী, তিনি হয়েছেন রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে। কিম্বা যিনি ছিলেন কুমোর, তিনি হয়েছেন মাছ কিম্বা সব্জি বিক্রেতা।

এদের অনেকে আবার বেঁচে থাকার তাগিদে ভ্যানরিকশা চালক কিম্বা বাস লরির হেলপার। এদের ঘরের অনেক মহিলারা হয়েছেন শহর ও শহরতলির বাবুদের বাড়ির পরিচারিকা। দালালচক্রের প্রলোভনে কম বয়েসিদেরঅনেকে আবার 'হারিয়ে' গেছেন কলকাতা মহানগরের অন্ধগলিতে কিম্বা দিল্লি মুম্বাইয়ের মতো ব্যস্ত শহরের নিষিদ্ধপল্লিতে। সাতচল্লিশ এবং একাত্তরের পর আসা ওপারের নিম্নবর্গের সর্বস্বান্ত সংখ্যালঘু মানুষের একটি বড় অংশই এপারে এসে এমন বিচিত্র অবস্থানে ঠাঁই নিতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছেন বলা যায়। কার্যত অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবাংলায় ছড়িয়ে,ছিটিয়ে

থাকা ওপারের শরণার্থী মানুষেরা (জীবিকার প্রয়োজন এদের একটা অংশ দিল্লি, মুম্বাই, গুজরাত, বেঙ্গলুরু, চেন্নাই শহরেও ছড়িয়ে পড়েছেন) তীব্র অভাব অনটনের মধ্যেও ঘরের মহিলাদের অন্তত মান, সম্ভ্রম সহ যুবকদের প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা ও ধর্মীয় স্বাধীনতাটুকু বজায় রাখতে পেরেছেন। শত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তাতেও তারা অপেক্ষাকৃত খুশি ও নিজেদের অনেকাটা 'নিরাপদ' ভেবেছেন। এপারের সার্বেকি বাঙালিরাও উদ্বাস্তু মানুষদের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন নিজেদের।

এপার ওপার উভয়পক্ষই বাঙালি হওয়ায় কখনও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কিম্বা কোনও সংঘাত বাঁধেনি। যেমনটা উত্তর-পূর্বের রাজ্য উগ্র জাতীয়তাবাদী অসমে হয়েছে। এই যে পরস্পর মিলেমিশে থাকার পরিবেশ, এটাই নষ্ট হতে চলেছে এনআরসি বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জি লাগুর ঘোষণায়। কেন্দ্রর বর্তমান ইতিহাস অজ্ঞ অপদার্থ ও অমানবিক সরকার একাজে মনোনিবেশ করেছেন এবং দেশের জটিল সমস্যা থেকে সাধারণ মানুষের নজর ঘোরাতেই এই পদক্ষেপ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজের চেয়ে অকাজেই এদের আগ্রহ বেশি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের এই অমানবিক পদক্ষেপে দেশচ্যুত হবেন প্রায় ৪ কোটি মানুষ। অসমে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের আগের সময়কে ভিত্তিবর্ষ ধরা হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে এই ভিত্তিবর্ষ ধরা হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে এই ভিত্তিবর্ষ হবে ১৯৪৮ সালের ১৯ জুলাই। ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন অনুযায়ী। এনডিএ আমলে অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (আইন) পাশ করিয়ে গেছে, তাতে ১৯৪৮ সালের ১৯ জুলাইয়ের আগে যারা বৈধ রাজগপত্র নিয়ে এদেশে এসেছেন, তাঁরাই এদেশের নাগরিক বলে বিবেচিত হবেন।

অন্যথায় এরা তো বটেই, এদের পরবর্তী প্রজন্মও এদেশে বেনাগরিক বলে গণ্য হবেন। অর্থাৎ প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই বিপুল সংখ্যক নিরপরাধ বাঙালি মানুষ স্রেফ 'রাষ্ট্রহীন' হিসেবে চিহ্নিত হবেন। সাবেকি পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ থেকে এপারে চলে আসা এই বৃহৎ অংশের মানুষের সর্বনাশ করার পরও কেন্দ্রের শাসকদলকে 'হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী' বলে মানতে হবে। এরা তো কোনওকালেই কোনও সম্প্রদায়েরই কাজেই বিশ্বস্ত নয়। মনুষ্যত্ব ও মানবিকতাহীন একটি রাজনৈতিক দল।

অনেকেই জানেন লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও রাজ্যসভায় বর্তমান সরকার পক্ষ সংখ্যালঘু। অথচ কোন 'জাদুবলে' লোকসভায় পাশ হওয়া ৩৬টি বিলই রাজ্যসভার অধিবেশন পর পর পাশ করানো হল। অথচ ২০১৬ সালে আনা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি রাজ্যসভায় উত্থাপন করাই হল না। এ পিছনে রহস্য কী---তা কেউ জানেন না। মুখের সামনে গাজরেরটুকরো ঝুলিয় রাখার মতোই ওই বিলটিকে দেখিয়ে প্রায় ৪ কোটি উদ্বাস্তু মানুষকে 'সান্তনা'র আড়ালে বেমালুম বোকা বানানোর অপচেষ্টা নয়তো।

তা না হলে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলার মতুয়া সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক ভোট পাওয়ার জন্য ২০১৬ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী যে বিলের কথা বারবার ফলাও করে বলা হয়েছিল, সেই গুরুত্বপূর্ণ বিলটি কেন রাজ্যসভায় পাশ হওয়া এই ৩৬টি বিলের মধ্যে ছিল না? এই অনিবার্য প্রশ্নটি ওঠাই তো স্বাভাবিক। এবং বলা বাহুল্য তা উঠছেও। অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, তাহলে সবটাই কি কেন্দ্রে ভণ্ড শাসকদলের রাজনৈতিক ভাঁওতা? সরলমতি মতুয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা?

আসলে রাজনীতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার সম্পর্ক বা সম্পৃক্ততা নতুন কোনও ব্যাপার নয়। এর জোরালো উদাহরণই আমাদের হাতে কাছে আছে। ইতিহাস তার অন্যতম সাক্ষী। বাইরের দেশেরদিকে তাকানোর কোনও প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশেই এমন বহু নজির আছে। সেই মুঘল আমল থেকেই আজকের সংসদীয় গণতন্ত্রের আমল সর্বত্রই রাজনীতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার সম্পৃক্ততা। রাজনীতির চালচিত্র মোটেই বদলায়নি। সময়ের হেরফের মোটা দাগ মুছে হয়তবা সরু দাগ হয়েছে, বদল বলতে এই যা।

মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রণহুঙ্কার অসমের মতো সব রাজ্যেই এনআরসি চালু করা হবে। মহামান্য আদালতের নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে অসমের অসঙ্গতিপূর্ণ এনআরসি সারা দেশেই সীমাহীন আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। কারণ ওই রাজ্যের বৈধ নাগরিকরাও বেনাগরিক বলে গণ্য হয়েছেন। বেনাগরিকতের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ থেকে উনিশ লক্ষে নামলেও এইউ চূড়ান্ত নাগরিকপঞ্জিও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে এ পর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে, তাতে একজন সাধারণ মানুষও বুঝতে পারছেন পঞ্জির পাহাড়প্রমাণ ভুল।

উপযুক্ত প্রমাণপত্র একাধিকবার দাখিল করা সত্ত্বেও প্রকাশিক চূড়ান্ত তালিকায় প্রকৃত নাগরিকরাও বাদ পড়েছেন। কর্তৃপক্ষের গাফিলতি কিম্বা ভুলে যাওয়া বহু মানুষ দেশচ্যুত। সরকারি আধিকারিক কর্মীর গাফিলতি ও ভুলের (নাকি ইচ্ছাকৃত?) মাশুল গুণছেন সাধারণ নিরপরাধ মানুষ। কেউ কেউ এই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার মতো চূড়ান্ত পথই বেছে নিয়েছেন। যদিও নিরপরাধ আত্মহননও সরকারের টনক নড়াতে পারছে না। কী নির্মম ও নির্দয় রাষ্ট্রযন্ত্র ও তার দন্ডমুণ্ডের মহামান্য কর্মকর্তারা।

বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র জোগাড়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। এই সুযোগে দালালরাও মাঠে নেমে পড়েছে। তারা মোটা টাকার বিনিময়ে দালালের সরবরাহ করা 'প্রমাণপত্র' যে অধিকাংশই ভুয়ো, তা আজ না হোক কাল প্রমাণিত হবেই। তখন হা-হুতাশ করা ছাড়া অনেকেরই করার কিছু থাকবে না। পথে বসবেন ওইসব কাগজপত্র সংগ্রহ করা গ্রামগঞ্জের দিশেহারা মানুষ।

শহর কিংবা শহরতলির মানুষও বাদ যাবেন না। উল্লেখ্য, অনেকেই ভুল করে অসমের নাগরিকত্বের ভিত্তিবর্ষ (১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের আগে) ধরে কাগজপত্র জোগাড় করছেন। বাংলা কিম্বা অন্যান্য রাজ্যে নাগরিকত্বের ভিত্তিবর্ষ ১৯৪৮ সালের ১৯ জুলাই। ওই সময়ের আগের ভোটার তালিকায় পরিবারের অভিভাবকদের নাম থাকতে হবে। কিম্বা জমিজমা কেনার প্রমাণ দাখিল করতে হবে। এখানে আবেদনকারীর ভোটার কার্ড, আধার কার্ড , পাশপোর্ট, জন্মের শংসাপত্র কিম্বা অন্য কোও প্রমাণপত্রই বৈধ বা গ্রাহ্য বলে গণ্য হবে না। কে আর ওই সময়ের পুরনো রেকর্ড বা প্রমাণপত্র দেখাতে পারবেন? কেইই বা ভবিষ্যতের কথা ভেবে ওইশব পুরনো প্রমাণপত্র সংগ্রহ করে রেখেছেন? বিশেষ করে গ্রামগঞ্জের সরল সাধাসিধে মানুষ। ফলে রাজ্যের সিংহভাগ মানুষের কী করুণ ও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হবে তা ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষ রাজ্যের ন'কোটি সাড়ে ন'কোটি মানুষের মধ্যে ক'জন মানুষ তাদের নাগরিকত্বের 'উপযুক্ত' প্রমাণপত্র দাখিল করতে পারবেন? মোদি-শাহ জুটি কি ভারতকে জনশূন্য করে ছাড়বেন?

তাহলে কাদের নিয়ে দেশ চালাবেন তাঁরা? ক'জনের ভোটেই বা নির্বাচিত হবেন তাঁরা? ভোটারই তো খুঁজে পাওয়া দায় হয়ে দাঁড়াবে। নাকি অন্য রাজ্য থেকে ভোটার ভাড়া করে নিয়ে এসে রাজ্যের ভোটারেরকাজ চালাবেন? এতো 'তুঘলকি কাণ্ড'কেও হার মানাতে চলেছে। দু'জন অবিবেচক মানুষ সারা দেশটিকে তছনছ আর অশান্ত করার সার্বিক দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁরা একবারের জন্যও ভাবছেন না যে কোন নৈরাজ্য ও অরাজকতার মধ্যে তাঁরা গোটা দেশটিকে ঠেলে দিচ্ছেন। কোন অতল গহ্বরের দিকে চলেছি আমরা?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সংকট অর্থনীতির না কি সভ্যতার ?

দীপংকর দাশগুপ্ত

অর্থনীতিবিদরা জ্যোতিষী নন, তাই ভবিষ্যতে কী ঘটবে—তা নিয়ে ঠিক ভুল কিছুই তাঁদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কেবল ভবিষ্যতের সঙ্গ অতীতের যোগাযোগ কোথায় থাকতে পারে, সে নিয়ে অর্থনীতিদরা চিন্তা করে থাকেন। আর সেরকম কথাবার্তাই শোনা গিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জর বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সংস্থা 'আঙ্কট্যাড'-এর (Uniled Nations Conferecce on Trade and Development) একটি ফ্ল্যাগ শিপ রিপোর্টে। রিপোর্টে বলছে, ২০১৯ সালে সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার গত দশ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। অনুমান সঠিক হলে ২০১৯-র ৩ শতাংশ বৃদ্ধির হার ২০১৯ সালে নেমে ২.৩ শতাংশ হতে চলেছে। ২০০৯ সালে 'সাবপ্রাইম' মন্দার কল্যাণে বৃদ্ধি তো হয়ইনি, বরং সংকোচন ঘটেছিল ১.৭ শতাংশ । কিন্তু তারপর আবার অবস্থা ঘুরে দাঁড়ায়। বৃদ্ধির হার বাড়তে থাকে। তবে ২০১৯ সাল ব্যতিক্রম। বৃদ্ধি কমেছে তো বটেই। সেই সঙ্গে এমন সব অর্থনৈতিক নীতির পথে ধনী দেশগুলি চলেছে যে, 'আঙ্কট্যাড' মনে করে ২০২০ সালে ফের মন্দা ফিরে এলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

দুর্যোগের বেশ কিছু পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে। যেমন, বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক যুদ্ধ, চুক্তিবিহীন ব্রেক্সিটের আশঙ্কা, নানা দেশের মুদ্রার বিনিময় মূল্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুদের হারের ভীতিপ্রদ গতিপ্রকৃতি। স্টক বাজারে বিনিয়োগকারীদের সম্পর্কে আস্থা অনাস্থা নিয়ে আবিষ্ট না থেকে রিপোর্ট বলছে— অর্থমন্ত্রীক ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির উচিত সরকারি বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, বা কর্মীদের আয়নিয়ে চিন্তা করা। ধনী অর্থনীতিগুলির আকস্মিক ওঠা নামা চিন্তা জাগাচ্ছে। ব্রিটেন ও জার্মানি আক্রান্ত হতে চলেছে মন্দার কবলে। কয়েকটি উদীয়মান অর্থনীতি ইতিমধ্যেই মন্দায় ডুবেছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের বৃষ্টির হারও গতিহীনতায় যেন ভুগছে, যা আদৌ, সুখ, সংবাদ নয়। এ ব্যাপারে ভারত সরকারের নীতি নির্ধারকদের আলাদা করে চিহ্নিত করা যুক্তিহীন। সমস্ত বিশ্বকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অন্য রাস্তায় চলা বর্তমান পরিস্থিতিতে অসম্ভব।

'অ্যাস্কট্যাড' রিপোর্টের মতে, আমেরিকা সহ অন্যান্য ধনী অর্থনীতিতে যে বৃদ্ধির হারে ঘাটতি দেখা দিয়েছে, তার প্রতিকারের জন্য কেবলমাত্র সরল আর্থিক নীতি ব্যবহার করা সঠিক পন্থা নয়। শেয়ার বাজারে কাগজপত্রের মূল্যবৃদ্ধির ফলে যে ফাটকাবাজি লাভ হচ্ছে, তার সাহায্যে চাহিদার বৃদ্ধি ঘটতেই পারে এবং জাতীয় উৎপাদনের স্বল্পমেয়াদি বৃদ্ধির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু এই জাতীয় বৃদ্ধি 'দীর্ঘস্থায়ী' হয় না। রিপোর্ট আরও জানাচ্ছে, কর্পোরেট সংস্থাগুলির কর ছাড় দেওয়া সদ্ধান্তও উৎপাদনবর্ধক নয়া বিনিয়োগ ঘটাতে পারে না। এই প্রসঙ্গে ২০ সেপ্টেম্বরের 'বিনিয়োগ কীসের উপর নির্ভর করে? শীর্ষক কলামেও একই মতামত প্রকাশ করেছিলাম। ২০০৮ সালের মন্দা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এই সমস্ত সরলীকৃত আর্থিক নীতি কার্যকর হয়নি জেনেও আবারও সেই একই নীতির দিকে সকলে ঝুঁকছে। অনেকেরই স্মরণে নেই যে, সেই সময় কী ধরনের বিপুল ঋণের ভাবে অর্থনীতির পর অর্থনীতি এবং সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত হয়েছিল।

২০০৮ সালের আগে যে সমস্ত নীতি অবলম্বন করার কথা চিন্তা করা হয়েছিল, সেইসব নীতির পথে এখনও এগনো অনেক বাকি। নীতিগুলির ভিত্তি ছিল চারটি মহাসংকট। প্রথম, জাতীয় আয়ে শ্রমিকদের অংশ কমে যাওয়া। দ্বিতীয়, সরকারি ব্যয়ের সংকোচন। তৃতীয়, বিনিয়োগে ক্ষয়ের লক্ষণ। চতুর্থ, পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইডের ভীতিকর বৃদ্ধি। 'আঙ্কট্যাড' রিপোর্ট জানাচ্ছে, পরিবেশ ঘিরে নতুন চিন্তা,নতুন ধরনের বিনিয়োগ প্রয়োজন। জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে নতুন চিন্তা, নতুন ধরনের শক্তির উৎস খুঁজে পাওয়া প্রয়োজন যা পৃথিবীর অর্থনীতিকে চালিত করতে পারে। নতুন শক্তিকে 'গ্রিন এনার্জি' বা 'সবুজ শক্তি' নাম দেওয়া চলে। কিন্তু এই শক্তিকে বড় মাপের করে তোলা সহজ কাজ নয়।

অন্যদিকে 'আঙ্কট্যাড' মনে করে, গ্রিন এনার্জিই নতুন বিনিয়োগের গন্তব্য হওয়া প্রয়োজন। একদিকে এর ফলে কর্মসংস্থানের সমস্যা অনেকটাই মিটতে পারে। ফলে যে মন্দা নিয়ে এই মুহূর্তে সমস্ত দেশই চিন্তিত, সেই মন্দার আগমনকে কিছুটা হলেও ঠেকানো যাবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় একটি কারণে গ্রিন এনার্জি আসা দরকার, আর সেই কারণ হল, মানুষ জাতটাই অবলুপ্ত হতে চলেছে। এই নতুন 'গ্রিন এনার্জি প্রকল্প'-কে ১৯৩০ সালের মহামন্দার সময় চালু করা তথাকথিত 'নিউ ডিল'-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়। 'নিউ ডিল'চালু হয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট-এর তত্ত্বাবধানে। নানা জাতীয় সরকারি প্রকল্পের সাহায্যে মন্দার কামড় থেকে বাঁচাই ছিল যার উদ্দেশ্য। সেরকমই গ্রিন এনার্জি ঘিরে যে সমস্ত চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল, তার নাম দেওয়া যায় 'গ্রিন নিউ ডিল'। এই পথে একই সঙ্গে কর্মসংস্থানের সমস্যা মিটবে, মন্দার সম্ভাবনা কমবে, কমবে উষ্ণায়নের বিভীষিকাও।

এই সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে যেপথে ধনী দেশগুলি হাঁটছে, তাতে আগামী ৩০-৪০ বছরের মধ্যে পৃথিবী আর বাসযোগ্য থাকবে কি না, তাই নিয়েই বৈজ্ঞানিকরা চিন্তিত। আজকের নবীন কিশোর কিশোরীরা একুশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোন পৃথিবীতে বাস করবে—সে চিন্তা বর্তমান পৃথিবীর নীতি নির্ধারকদের আলোড়িত করে না, কারণ একুশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁরা পৃথিবীতে বাস করবেন না। কিন্তু যারা আজ জন্মাচ্ছে, তারা তো থা

শুক্রবার আগরতলায় এসএফআইয়ের উদ্যোগে রক্তদান শবিরি। ছবি-নিজস্ব।

জনসংযোগ বাড়াতে পুজোর ক'টা দিনে জোর বামেদের

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি.স.): জনসংযোগ বাড়াতে পুজোর ক''টা দিনে জোর দিল বামেরা । বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র দুর্গা পুজোর পাঁচ দিন দলীয় কর্মীদের আরও বেশি জনসংযোগ বৃদ্ধির জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

কোনও পুজো মণ্ডপে অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য বামপন্থী কর্মীদের সক্রিয় থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মার্কসীয় সাহিত্যের স্টলগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রচার চালানো হবে। কেন বামপন্থার পক্ষে মানুষ থাকবেন, কেন বামপন্থা প্রকৃত ফলিত বিজ্ঞান তার ব্যাখ্যাও দেওয়া হবে সাহিত্যের স্টলগুলো থেকে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বেশ কিছু বই সংযোজিত হচ্ছে এবছর স্টলগুলোতে। সদ্য প্রকাশিত ''স্বর্গের নিচে মহাবিশৃঙ্খলা'' বইটি ইতিমধ্যেই বেস্ট সেলারের তকমা পেয়েছে। সিপিএম কর্মীদের আশা দুর্গাপুজোয় ব্যাপক হারে বিক্রি হবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের এই বইটি।

গ্রাম থেকে শহর, জেলা থেকে একেবারে বুথ স্তর পর্যন্ত আরও বেশি জনসংযোগ বাড়ানোর জন্য আলিমুদ্দিন থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সিপিএম নেতাদের । দলের সমর্থক, দলের সর্বক্ষণের কর্মী, দলের অনুরাগীদের কাছেও এই মর্মে আবেদন জানানো হয়েছে। প্রতি বছরের মতো এবছরও মার্কসীয় সাহিত্যের স্টল করা হচ্ছে পুজো মণ্ডপগুলোর কাছে। কেন্দ্র এবং রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রচার চালাবেন সিপিএম কর্মীরা। যদিও সেটা মাইক বা লিফলেটের মাধ্যমে নয়। জনসংযোগের মাধ্যমেই সেই প্রচার চালানো হবে বলে জানা গেছে।

এই পুজোতে মন খারাপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি.স):এই পুজোতে মন খারাপ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। 'জাগো বাংলা উৎসব সংখ্যা ১৪২৬'-এর নিজের কলমে তিনি লিখেছেন, মনটা ভারাক্রান্ত। তিনি ভাবিত দেশের সাম্প্রতিক অবস্থা নিয়ে। আগামী দিনে কী হবে দেশটার, তা নিয়ে আশঙ্কাপ্রকাশ করেছেন মমতা। ''কিছু কথা কিছু ব্যাথা'' শীর্ষক কলমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, এবার লিখতে বসে মনটা ভারাক্রান্ত। দেশের কি হবে। আমরা সবাই এক থাকতে পারব তো ? এমন একটি সরকার দিল্লির ক্ষমতায় এসেছে যারা গণতন্ত্র মানে না। সংবিধান মানে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মানে না। মানুষের মৌলিক অধিকারের কোনও মূল্য এরা দেয় না। দেশকে একদলীয় ব্যবস্থার পথে ঠেলে দিয়ে সুপার এমারজেন্সি কায়েম করা হয়েছে। শুধু বিজেপি থাকবে। আর সবাই জেলে যাবে। যে প্রতিবাদ করবে তার পিছনে এজেন্সি লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেশের এত খারাপ সময় স্বাধীনতার এই ৭২ বছরে কখনও আসেনি।'

তিনি আরও লিখেছেন, 'এরা যদি রাজনীতি করত কিছু বলার ছিল না। এদের কাজ শুধু ভাগাভাগি। কোথাও ধর্মের ভিত্তিতে, কোথাও জাতির ভিত্তিতে। যেখানে যেমন সুট করে আর কী। ভুলভাল পদক্ষেপ করে দেশের অর্থনীতিকে দুমড়ে দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যৎ অন্ধকার। যুবকদের হাহাকার। কোথাও চাকরি নেই। উল্টে চলছে ছাঁটাই। একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হয় বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, নতুবা বন্ধ করা হচ্ছে। অর্থনীতির এতটাই খারাপ অবস্থা যে হাত পড়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে। আগামী দিনে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা মানুষ পাবে কি না আমার সন্দেহ আছে।'

দু'দশক পর পাকিস্তানে ফের সেনা অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি, জল্পনা তুঙ্গে

ইসলামাবাদ, ৪ অক্টোবর (হি.স.) : প্রায় দু'দশক পর পাকিস্তানে ফের সেনা অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে খবর। সূত্রের খবর, ১১১ ব্রিগেডের ছুটি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন পাক সেনা প্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়া। চলতি সপ্তাহের এমন দু'টি পদক্ষেপ নিয়েছেন পাক সেনা প্রধান জেনারেল বাজওয়া, তাতে অন্তত এমন আশঙ্কাই করছে কূটনৈতিক মহল।আসলে পাকিস্তানে প্রতিবার বাহিনীর ১১১ ব্রিগেড ব্যবহার করে নির্বাচিত সরকার ফেলে দিয়েছে সেনা। এর পাশাপাশি বাজওয়া দেশের শীর্ষ শিল্পপতিদের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন বলে খবর। ১১১ ব্রিগেড রাওয়ালপিন্ডিতে মোতায়েন করা হয়। পাকিস্তানি সেনা হেডকোয়ার্টারে থাকে ওই বাহিনী। সমস্ত জওয়ানদের ছুটি বাতিল করে অবিলম্বে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইমরান খানকে ক্ষমতায় বসানোর নেপথ্যে দেশের সেনাবাহিনী রয়েছে বলে দাবি সে দেশেরই বিরোধীদের। আর সেনার হাতের পুতুল ইমরান কাশ্মীরে ভারতের পদক্ষেপ (৩৭০ প্রত্যাহার) যেভাবে সামলেছেন, তাতে খুশি নন বাজওয়া। এর আগে ৩ বার পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকারকে ফেলে ক্ষমতা দখল করেছে পাক সেনা।

প্রসঙ্গত, এখন পর্যন্ত মোট চারবার সেনার দ্বারা সরকারের পতন ঘটেছে পাকিস্তানে। ১৯৫৮, ১৯৬৯, ১৯৭৭ ও ১৯৯৯-তে।এর মধ্যে দু'বার সেনার ১১১ ব্রিগেডকে ব্যবহার করে সরকারের পতন ঘটানো হয়েছে। এই ব্রিগেডকে ব্যবহার করেই ১৯৫৮-তে প্রথমবার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি তথা প্রাক্তন মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জাকে পদচ্যুত করেন তৎকালীন সেনাপ্রধান ইয়াকুব খান। এর ঠিক ২১ বছর পর, ১৯৭৭-এ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকর আলি ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন সরকারের পতন ঘটান সেনাপ্রধান জিয়া-উল-হক।

১৮ নয়, ১৭ অক্টোবরের মধ্যে অযোধ্যা মামলার শুনানি শেষ করতে চায় শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর (হি.স.): অযোধ্যা জমি বিতর্ক মামলার শুনানি নিয়ে ফের একবার নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিল সুপ্রিম কোর্ট। এর আগে সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, অযোধ্যা মামলার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত পক্ষকে আগামী ১৮ অক্টোবরের মধ্যে শুনানি শেষ করতে হবে। কিন্তু, শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৮ নয়, ১৭ অক্টোবরের মধ্যে অযোধ্যা মামলার শুনানি শেষ করতে হবে। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে চলছে অযোধ্যা মামলার শুনানিঊ আগামী ১৭ নভেম্বর অবসর নেবেন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈঊ শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ১৭ অক্টোবরের মধ্যেই শেষ করতে হবে শুনানিঊ আপাতত অযোধ্যা মামলায় দৈনিক শুনানি চলছে সর্বোচ্চ আদালতে।

ভারতীয় বায়ুসেনার ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতেই ভেঙে পড়েছিল এমআই-১৭ চপার

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর (হি.স.) : যান্ত্রিক গোলযোগ নয়, ভারতীয় বায়ুসেনার ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতেই ২৭ ফেব্রুয়ারি ভেঙে পড়েছিল এমআই-১৭ চপার ঊ এমনটাই উঠে এসেছে বিশেষ তদন্তে ঊ শুক্রবার একথা জানিয়েছেন বায়ুসেনা প্রধান রাকেশ কুমার সিং ভাদুরিয়া।

বায়ুসেনা প্রধান জানিয়েছেন, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ভারতের আকাশসীমা ভেঙে ঢুকে পড়া পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান এফ-১৬ কে তাড়াতে তখন জোরদার মিসাইল ছুঁড়ছিল ভারতীয় বায়ুসেনা। তার একটিই গিয়ে লাগে এমআই-১৭ চপারে। সেটি তখন সীমান্তে নজরদারি চালাচ্ছিল। কাশ্মীরের বদগামের কাছে ভেঙে পড়ে ওই চপার। মৃত্যু হয় দুই পাইলটের। তবে পুরোটাই ভুলবশত হয়েছিল বলেই জানিয়েছেন বায়ুসেনা প্রধান ভাদুরিয়া। তিনি জানিয়েছেন, যে দুই বায়ুসেনা অফিসার ওই মিসাইল নিক্ষেপের দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বায়ুসেনা সূত্র জানাচ্ছে, ওই দিন দক্ষিণ কাশ্মীরের নৌশেরা সেক্টর দিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিল পাক যুদ্ধবিমান এফ-১৬। ভারতীয় বায়ুসেনার র্যারডারে তা ধরা পড়ে যায়। ফলে ভারতীয় বায়ুসেনা প্রত্যাঘাত করে। সেই সময় নজরদারি চালাতে পাক সীমান্তের কাছাকাছি জম্মু, শ্রীনগর ও লেহ-এর উপর ঘোরাঘুরি করছিল এমআই-১৭। আচমকাই সেটি ভেঙে পড়ে। আগুন ধরে যায় চপারে। তখন বায়ুসেনার তরফে জানানো হয়, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই ওই দুর্ঘটনা। তবে কী ভাবে ওই চপারটি ভেঙে পড়ে সেটা জানতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়। তাতেই দেখা যায়, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে পাইলট ও গ্রাউন্ট স্টাফের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ওই সময়তেই বায়ুসেনার ছোঁড়া মিসাইল সরাসরি আঘাত করেছিল এমআই-১৭ চপারে।

সেভ ড্রাইভ, সেফ লাইফ জন সচেতনতা মূলক বার্তায় পঞ্চাশ বছর উদযাপনে প্রান্তিক সঙ্ঘ

সিউড়ি ৪ অক্টোবর (হি. স.) : সেভ ড্রাইভ, সেফ লাইফ থেকে সেভ ওয়াটারের মত জন সচেতনতামূলক বার্তাকে সামনে রেখে ক্লাবের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে দুর্গা পুজোর আয়োজন করছে সিউড়ির প্রান্তিক সংঘের সদস্যরা। জেলা সদরের বড় দুর্গা পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম হল প্রান্তিক সংঘের দুর্গাপুজো।

এই বছর সেই ক্লাবের পঞ্চাশ বছর পূর্তি সেই উপলক্ষ্যে প্রতিমা থেকে আলোক সজ্জা সব কিছুতেই বিশেষ আর্কষণ তো থাকবেই তবে ক্লাব কর্তৃপক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, তাঁদের মূল লক্ষ্য হল জন সচেতনতা। ক্লাব সদস্যদের কথানুসারে, এই বছর মহালয়ার দিন তাঁরা একটি বিশাল পদযাত্রা করবে। যেখানে অংশ গ্রহণ করবে ওই এলাকার অসংখ্য মানুষজন এবং সিউড়ি ও তার পার্শবর্তী এলাকা থেকে প্রায় ১২ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। সেই মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের হাতে থাকবে ''সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ'', ''গাছ বাঁচাও'', ''সেভ ওয়াটার'', ডেঙ্গি সচেতনতা, প্লাস্টিক বর্জন-সহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক ব্যানার-পোস্টার। সেই ব্যানার পোস্টার তৈরির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া পুরসভা, বন দফতর, সিউড়ি ১ ব্লকের পক্ষ থেকেও কিছু ট্যাবল দেওয়া হবে বলে দাবি ক্লাব কর্তৃপক্ষের। জানা গিয়েছে প্রান্তিক সংঘের ''বাগেশ্রী'' শাখার (এই শাখা ক্লাবের সাংস্কৃতিক দিকটি দেখে) সদস্যরা সেই পোস্টার তৈরির কাজ করছে। মহালয়ার দিন ওই র্যাকলি সারা শহর পরিক্রমার পর পুনরায় তাঁদের ক্লাবে ফিরে আসবে, সেখানে মণ্ডপের পাশেই একটি জায়াগায় জন সচেতনতামূলক পোস্টারগুলি লাগানো হয়েছে যাতে আগত দর্শনার্থীরা সেইগুলি দেখতে পান।

ক্লাব সদস্য থেকে জানা গিয়েছে, ১৯৭০ সালে মহালয়ার দিন সিউড়ি বড় বাগানে প্রান্তিক সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। তবে তাঁদের দুর্গাপুজো শুরু হয় ১৯৭৫ সাল থেকে। এরপর ২০১৪ সালে ক্লাব সদস্যরা একটি মন্দির তৈরির পরিকল্পনা নেয়। সেই মন্দির তৈরির কাজ প্রায় শেষেরদিকে। এখন ওই মন্দিরের ভিতরেই দুর্গাপুজো হয়। পুজোর প্রতিদিন হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ক্লাবের সাংস্কৃতিক শাখা বাগেশ্রী শাখার সদস্য মানবী সরকার বলেন,' আমাদের পোস্টার বানানোর কাজ চলছে, তাছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে।' ক্লাব সদস্যরা জানিয়েছেন, এই বছর তাঁদের পূজোর বাজেট প্রায় আট লক্ষ টাকা। তার মধ্যে প্রায় চার লক্ষ টাকা খরচ করা হবে আলোকসজ্জায়। এইবার চন্দননগর থেকে লাইটিং আনা হচ্ছে। তাছাড়া দুর্গা প্রতিমা হবে ডাকের সাজের। ক্লাবের সম্পাদক গৌতম দাস বলেন,' জন সচেতনতাকে মাথায় রেখে আমাদের এই পরিকল্পনা। তাছাড়া পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমারা সারা বছরই নানান কর্মসূচি পালন করব।'

পুজোয় যানজটমুক্ত করতে খুলে দেওয়া হল উল্টোডাঙা উড়ালপুল

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি.স.) : পুজোয় উল্টোডাঙ্গা মোড়, ভিআইপি, বাইপাসকে যানজটমুক্ত রাখতে খুলে দেওয়া হল উল্টোডাঙা উড়ালপুল। প্রায় তিন মাস পর পঞ্চমীর রাতে উড়ালপুলের বন্ধ লেনটি খুলে দিয়েছে প্রশাসন। এর ফলে এখন বিমানবন্দরের দিক থেকে ই এম বাইপাস গামী গাড়ি উল্টোডাঙ্গা উড়ালপুল ধরেই যেতে পারবে। কয়েকমাস আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় ধরা পড়ে ফাটল। তারপর সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল উড়ালপুলটি। পরে অবশ্য একটি লেন খুলে দেওয়া হয়। দুই দিন আগে কেএমডিএ নিযুক্ত কমিটি উড়ালপুলটি খুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল প্রশাসনকে। উল্লেখ্য, প্রায় তিন মাস আগে উল্টোডাঙা উড়ালপুলে ফাটল ধরা পরায় দুটি লেনই বন্ধ করে দিয়েছিল পূর্তদফতর। উড়ালপুলের ৮টি অংশে ফাটল ধরা পড়েছিল। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর শুরু হয় মেরামতির কাজ। ফলে কিছু দিন পরে ই এম বাইপাসের দিক থেকে বিমানবন্দরগামী লেনটি চালু করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বন্ধ রেখে মেরামতির কাজ চলছিল অপর লেনটির। সেটিই এবার খুলে দেওয়া হল। অবশ্য এক আগে লেক টাউন ফুট ব্রিজের কাছে কেষ্টপুর খালের উপর তৈরি বেইলি ব্রিজটি ৩০ সেপ্টেম্বর খুলে দেওয়া হয়েছে। ১৪০ ফুট লম্বা ও ৪.২৫ মিটার চওড়া বেইলি ব্রিজ দিয়ে মূলত ছোট গাড়ি চলাচল করবে।

নারীর গর্ভে মরছে নারী 'কন্যা ভ্রুন হত্যার প্রতিবাদে

রামপুরহাট ৪ অক্টোবর (হি. স.) : নারীর গর্ভে মরছে নারী 'কন্যা ভ্রুন হত্যার প্রতিবাদে সোচ্চার রামপুরহাটের নবীন ক্লাব।এবার ১৯ বছরে পা দিল নবীন ক্লাবের পুজো । ছোটো বড় ধানের গোলা দিয়ে সাজানো হয়েছে মণ্ডপ । শিল্পী সন্দীপ মণ্ডলের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে মণ্ডপ । মণ্ডপের ভিতরে নানা কারুকার্যের মধ্য দিয়ে কন্যা ভ্রূণহত্যার উপর বার্তা দেওয়া হয়েছে ।

কালো মেঘ সরতে চাইছে না আকাশ থেকে । যখন তখন নামছে বৃষ্টি । তার মাঝেই কোমর বেঁধে পুজোর প্রস্তুতিতে নেমেছে রামপুরহাটের নবীন ক্লাব । এবারের থিম ''নারীর গর্ভে মরছে নারী' । সেই ভাবনা মাথায় রেখেই মণ্ডপের ভিতরে দেওয়া হয়েছে নানা সমাজ সচেতনতামূলক বার্তা ।মণ্ডপের ভিতরে নানা কারুকার্যের মধ্য দিয়ে কন্যা ভ্রূণহত্যার উপর বার্তা দেওয়া হয়েছে ।

এবার ১৯ বছরে পা দিল নবীন ক্লাবের পুজো । ছোটো বড় ধানের গোলা দিয়ে সাজানো হয়েছে মণ্ডপ । শিল্পী সন্দীপ মণ্ডলের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে মণ্ডপ । মণ্ডপের ভিতরে নানা কারুকার্যের মধ্য দিয়ে কন্যা ভ্রূণহত্যার উপর বার্তা দেওয়া হয়েছে । শিল্পী আলো দাসের মুন্সিয়ানায় মূর্তিতে রয়েছে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া । নবীন ক্লাবের পুজো প্রসঙ্গে কমিটির সম্পাদক উজ্জ্বল ধীবর বলেন, 'ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা প্রতিবছর নতুন কিছু নিয়ে আসি । এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না । ৮ থেকে ৮০ সবার জন্য নতুন কিছু থাকবে । কন্যা ভ্রূণহত্যাকে মাথায় রেখেই এবারের থিম, ''নারীর গর্ভে মরছে নারী''। প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।'

শিল্পী আলো দাসের মুন্সিয়ানায় মূর্তিতে রয়েছে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া। পুজোর পাশাপাশি প্রতিবছর নানা সমাজসেবা মূলক কাজ করে নবীন ক্লাব । সম্পাদক উজ্জ্বল ধীবর বলেন, 'পুজোর প্রথম বছর একটি বিকলাঙ্গ ছেলেকে হুইলচেয়ার দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম । এখন আমরা বস্ত্রদান করি । রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় । দশদিন ধরে আরও নানা কর্মসূচি চলে ।' তৃতীয়াতে উদ্বোধন হয়ে গেল রামপুরহাট শহরের অন্যতম ঐতিহ্য বাহী পুজো। নবীন ক্লাবের পুজো । ত্রয়োদশীতে প্রতিমা নিরঞ্জন। প্রতিবছরের মতো এবারও আনন্দে মেতে উঠেছে রামপুরহাটবাসী ।

মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে ক্ষোভ বাড়ছে বিজেপিতে, দলীয় প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুর

মুম্বই ৪ অক্টোবর (হি.স.): নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে দলীয় প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুর। এবারের নির্বাচনে টিকিটই পাননি ঘাটকোপরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ মেহতা ঊ শুক্রবার তাঁর অনুগামীরা রেগে গিয়ে পরাগ শাহ নামে এক বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুর করে।

মহারাষ্ট্রে বিধানসভা ভোট হবে ২১ অক্টোবর। তার আগে বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে ক্ষোভ বাড়ছে বিজেপিতেওঊ এবারের নির্বাচনে টিকিটই পাননি ঘাটকোপরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ মেহতা ঊ শুক্রবার তাঁর অনুগামীরা রেগে গিয়ে পরাগ শাহ নামে এক বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুর করে। জানা গেছে এদিন বেলা ১১ টা বেজে ১৫ মিনিট নাগাদ পরাগ শাহ মনোনয়ন জমা দিতে যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপি কর্মীরা। এমন সময় প্রকাশ মেহতার সমর্থকরা তাঁদের গাড়ি থামাতে বাধ্য করে। গাড়ির কাচ ভেঙে দেয়। পরাগ শাহ তখন গাড়ির মধ্যেই ছিলেন। অবশ্য তিনি আহত হননি। প্রকাশ মেহতার সমর্থকরা পরাগ শাহের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। তাদের বক্তব্য, পরাগের ষড়যন্ত্রেই প্রকাশ এবার টিকিট পাননি প্রকাশ মেহতা। প্রাক্তন মন্ত্রীর সমর্থকদের বিক্ষোভে রাস্তা আটকে যায়। তবে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে উত্তেজিত জনতাকে হটিয়ে দেয়।

প্রথা ভেঙে এবার ঐতিহ্যবাহী বৃহত্তর সিলেটের দুর্গাপুজো দায়িত্বে মহিলারা

ঢাকা, ৪ অক্টোবর (হি.স.) : এবার মহিলাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজারে হচ্ছে দুর্গাপুজো। প্রথা ভেঙেই এবার শ্রী শ্রী দুর্গাবাড়ির পুজা কমিটির শীর্ষ নেতৃত্বে এসেছেন মহিলারা। প্রায় ৮০ বছর ধরে মৌলভীবাজার শহরের পশ্চিমবাজার এলাকায় এই পুজো হচ্ছে। পরিচালন কমিটিতে বরাবরই নেতৃত্বে থেকেছেন পুরুষরাইরা। এবারই প্রথম প্রথাভঙ্গে মহিলারা এই পুজোর শীর্ষ নেতৃত্বে এসেছেন। শ্রী শ্রী দুর্গাবাড়ির পূজা কমিটিতে ২৩ সদস্যের মধ্যে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক-সহ গুরুত্বপূর্ণ ১০টি পদে রয়েছেন মহিলারা। পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হয়েছেন প্রতিমা রায় এবং সাধারণ সম্পাদক লাভলিরানি দেবনাথ। সহ-সভাপতি আশারানি দত্ত, সহ-সাধারণ সম্পাদক পিংকি রায়, প্রচার সম্পাদক নন্দিতা দেব, সাংস্কৃতিক সম্পাদক চন্দ্রিমা সোম এবং সদস্য কাউন্সিলর শ্যামলী দাস পুরকায়স্থ, ইতিশ্রী দত্ত, মমতারানি দেব ও স্বাগতা সরকার। এর আগে মৌলভীবাজারে দেবীর আগমনি বার্তার অনুষ্ঠান হিসেবে কখনও মহালয়া পরিবেশিত হয়নি। এবার সেই মহালয়ারও আয়োজন ছিল শ্রী শ্রী দুর্গাবাড়ি পুজা কমিটিতে। মহালয়া উদ্বোধন করেন মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক নাজিয়া শিরিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মল্লিকা দে।

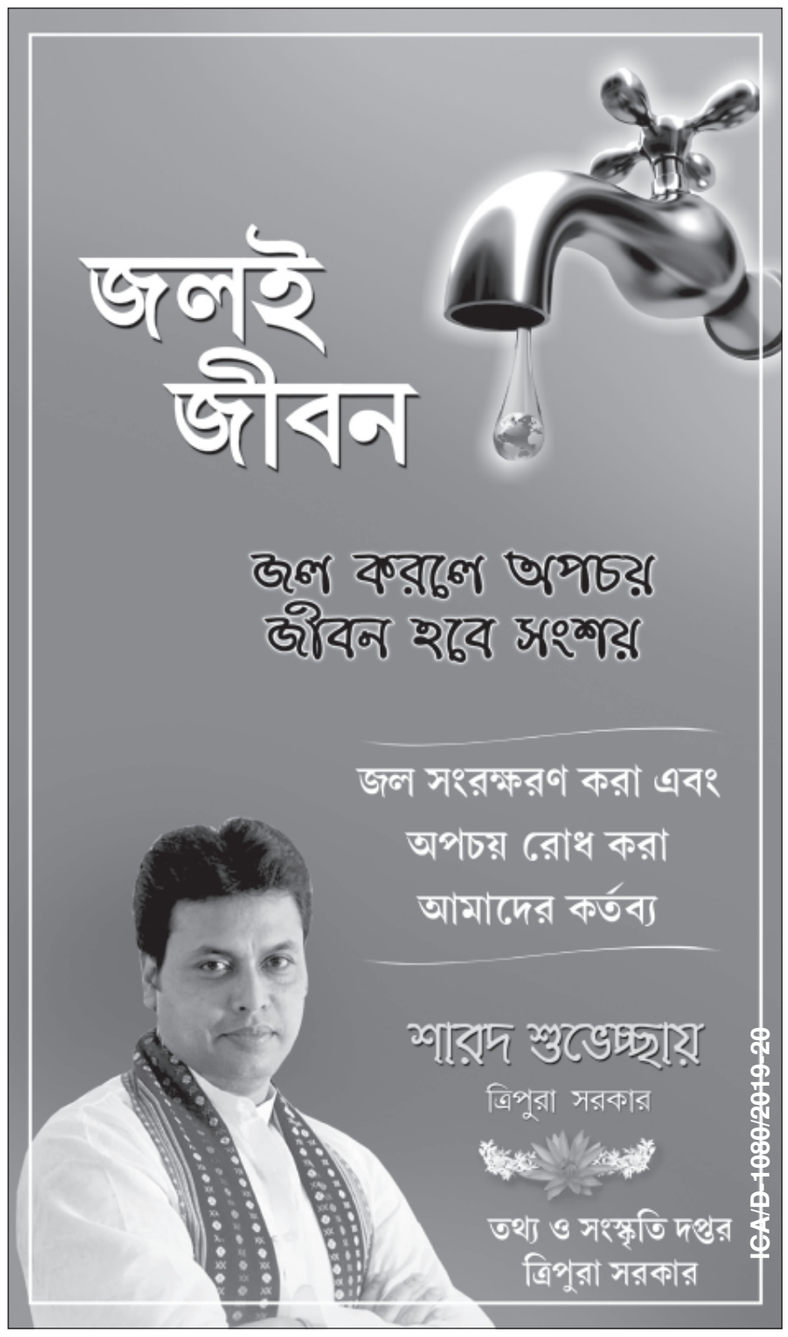

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

মেয়েদের নিয়ে শুরু হচ্ছে রোবটিক্স প্রোগ্রাম

তথ্য প্রযুক্তিতে সারা বিশ্বে নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে টেকসই লক্ষ্য মাত্রা বাস্তবায়নের জন্য দেশে ১০ থেকে ২৫ বছরের মেয়েদের নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি টেক লিডারশীপ প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ অ্যাডভান্স রবোটিক্স এবং ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্প।

আগামী ১২ মে রাজধানী ঢাকার ধানমণ্ডি ২৭ নম্বর রোডের ইএমকে সেন্টার এবং ই এমকে মেকারল্যাবের সহযোগিতায় তারা এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বল শুরু করতে যাচ্ছে। প্রথমদিকে একটি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু করেন কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবেইমাত্র কয়েক দিনে রেজিস্ট্রেশন করে ১৮০ জন তরুণী।

সেখানে দেশের বিভিন্ন সরকারী স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পাশাপাশি নামকরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মেধাবী ছাত্রীরাও নিবন্ধন করেছে অংশগ্রহণ করার জন্য।

কিন্তু সীমিত আসনের কারণেই বাছাই পর্বের মাধ্যমে ৭০ জনকে নির্বাচন করা হবে।

এই অংশগ্রহণকারী তরুণীদের নিয়ে সংগঠন দুইটি ফিমেল রোবটেক লিডারশীপ নামক একটি বিশেষ সেমিনার আয়োজন করতে যাচ্ছে।

এই সেমিনারের পরে কিছু নির্বাচিত সদস্যকে বিনামূল্যে বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের দক্ষ গবেষক, প্রশিক্ষক এবং মেন্টর দ্বারা রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স প্রযুক্তি বিষয়ক কোর্স করার সুযোগ করে দেবেন।

এছাড়া ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের উদ্যোগে রোবোটিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তির নানান খাতে উদ্যোক্তা হওয়ার উপযুক্ত সুযোগ পাবেন এবং সদস্যরা বিনামূল্যে ক্যাম্পাস টেক অ্যাম্বাসেডর হওয়ার সুযোগ পাবেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শফিকুল ইসলাম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশের সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংসদ সদস্য হোসনে আরা বাবলী, ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ কার্যকলাপ প্রকল্পের পার্টি প্রধান বিদ্যুৎ মহলদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিকস বিভাগের চেয়ারম্যান ড. লাফিফা জামালসহ সরকারি এবসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তারা। সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে থাকবেন তরুণ প্রযুক্তিবিদ ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবটিক্সের প্রতিষ্ঠাতা জিমি মজুমদার এবন ন্যনো স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারীবাংলাদেশী প্রথম তরুণ আবদুল্লাহ হিল কাফি, অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের মহাকাশ ও রোবটিক্স বিষয়ক উপদেষ্টা এবং প্রথম তরুণী রায়হানা শামস ইসলাম অন্তরা, ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা।

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখবেন অ্যাডভান্স রোবটিক্সে সিকিউরিটি সিস্টেম বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদ মজুমদার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে লাইভে যুক্ত হবেন অথবা বার্তা দিবেন প্রধান উপদেষ্টা ফারহান ফেরদৌস (জাপান), তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা টমাস রায় (জাপান) এবং দক্ষিণ কোরিয়া এবং টেলিকমিউনিকেশন এবং ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা তাহসিন সামিরা দেলোয়াড়সহ বিভিন্ন সেক্টরে স্বনামধন্য গবেষক, প্রযুক্তিবিদ এবং উদ্যোগতারা। এই উদ্যোগের ব্যাপারে জিমি মজুমদার বলেন, আগামীদিনের পৃথিবী রোবটিকস এবং কৃত্তিম বুদ্দিমত্তা নির্ভর।

তাই নারী পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ না করলে কোন দেশ এই গ্লোবাল চ্যালেঞ্জে নিজের অস্তিত্ব সমানভাবে রক্ষা করতে পারবে না।

প্রযুক্তিতে নারীরা সর্বদাই পিছিয়ে আছে তাই আমরাই প্রথম ডিজিটাল বাংলাদেশর স্বপ্ন পূরণের জন্য মেয়েদের নিয়ে রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স টেকনোলজি নিয়ে এই নূতনধর্মীয় যুগপযোগী এইলিডারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছি।

বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৬৪ জন মেয়েকে আমরা দক্ষ টেক লিডার হিসাবে গড়ে তুলতে চাই যারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় শতশত টেক মেম্বারকে প্রশিক্ষিত করবে এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলবে। ভবিষ্যতে এই টেক লিডার এবং টেক মেম্বাররাই অ্যাডভান্স তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরবে এবং নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে নিয়ে আসবে বলে তারা আশাবাদী।

এই ধরনের প্রোগ্রাম তারা সারা বিশ্বে চালু করতে চায় এবং জাতিসংঘের টেকসই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন তারা। বিশ্বের কিছু উন্নত দেশে কারখানার পর ফসল তোলার কাজেও রোবট ব্যবহারের উদ্যোগ চলছে। কিন্তু এখনও এ কাজে মানুষের দক্ষতা বেশি। জার্মানির মিউনিখ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কেন্দ্রে এক রোবটকে দিয়ে ক্যাপসিকাম ফসল তোলানো হচ্ছে।

এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হল, ফসল অক্ষত রাখা। গবেষক টোবিয়াস ব্যার্নিঙার বলেন, 'এখানে আমাদের রোবটের সামনে হাত রয়েছে আর ওপরে এক ভিশন সিস্টেম রয়েছে। সেই চোখ ক্যাপসিকাম শনাক্ত করে।

তার ভিত্তিতে সিস্টেম রোবটের নড়াচড়া স্থির করে দেয়। তারপর রেবাট গাছের কাছে গিয়ে ক্যাপসিকাম তুলে নেয়।' কিন্তু এই সফল তোলা রোবট কি সত্যি মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিততে পারে? কমপক্ষে আদর্শ পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভব হতে পারে। টোবিয়াস ব্যার্নিঙার বলেন, 'ল্যাবের পরিবেশ সত্যি খুব ভালো।

এখানে প্লাস্টিকের তৈরি ক্যাপসিকাম রয়েছে। তাদের সবার রং এক। কোনো পাতা তাদের ঢেকে রাখছে না। তাছাড়া সব ক্যাপসিকামের হুবহু একই বৃদ্ধির হার। বাস্তবে পরিস্থিতি এর ঠিক বিপরীত।

কাছের বৃন্তগুলো একইরকম মোটা হয় না। কখনও সেগুলো গাছের খুব কাছে, কখনওদুরে থাকে। রং ক্যাপসিকামের থেকে আলাদা। যথেষ্ট আলো থাকে না, প্রায়ই ঝাপসা ও অন্যরকম মনে হয়।"

গাছপালার এমন জটিল জগতে এখনও পর্যন্ত চোখে দেখে নির্ভরযোগ্যভাবে শনাক্ত করার কোনো সিস্টেম না থাকায় রোবটকে হাতে করে চালাতে হয়। কিন্তু ফসল তোলার এমন রোবটের প্রয়োজন কী? আসলে ফলস তোলার হাড়ভাঙা খাটুনির জন্য লোক পাওয়া কঠিন হয়ে উঠছে। তাছাড়া ফসল তোর কিছু রোবট উৎপাদনের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। যেমন একটি রোবট সেন্সরের সাহায্যে মাটির অ্যাসপারাগাস শনাক্ত করে তুলে নিতে পারে। ৭৫ জনের কাজ সে একাই করে ফেলতে পারে। নেদারল্যান্ডের এক কোম্পানি আগামী বছরই এ রোবট বাজারে আনতে চলেছে। মিউনিখ গবেষকরা এখনও এতটা অগ্রগতি হতে পারেননি। অর্থাৎ অর্থনৈতিকভবে সফল হতে রোবটের অনেক দেরি আছে। এছাড়া এখনও ফসলের ক্ষতি এড়ানো যাচ্ছে না।

রোবট ও মানুষের তোলা ফসলের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট তফাৎ কী? বিশেষজ্ঞ হিসেবে উলরিশ কাল্টেনস্টাডলার বলেন, 'দেখা যায়, হাতে তোলা ফসলে বৃন্ত অক্ষত রয়েছে।

কিন্তু রোবটের তোলা বৃন্তে ছত্রাকের স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ছাঁটার রকমফেরের কারণে এমনটা ঘটছে। ছুরি হাতে কাটলে এবং রোবটের কাঁচি দিয়ে কাটলে এ তফাৎ দেখাযায়। বৃন্ত চেপটে গেলে ছত্রাক গজিয়ে ওঠে।'শাক সবজি উৎপাদনের সময় ছত্রাকের উৎপাত মেনে নেয়া যায় না।

৯০ সেকেন্ডে শনাক্ত হবে ত্বকের ক্যান্সার

নতুন এক পরীক্ষার মাধ্যমে মাত্র ৯০ কেকেন্ডেই জানা যাবে কারো ত্বকে ক্যান্সার আছে কিনা। অস্ট্রেলিয়ার জার্নাল অব দ্য ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে প্রকাশিত এক গবেষণায় এ তথয জানানো হয়েছে।

নতুন এ পরীক্ষায় অস্ট্রেলিয়ার গবেষকরা জানান, কোনো ব্যক্তির ত্বকে মেলানোমা অর্থাৎ মেলানিন নামে যে পদার্থ আছে, তার কোষে কোনো ধরনের টিউমার তৈরি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে কিনা, তা মাত্র ৯০ সেকেন্ডের পরীক্ষায় বলে দিতে পারবে। কারণ এ টিউমারই পরবর্তী সময়ে ত্বকে ক্যান্সার তৈরি করে।

কোনো ব্যক্তির বয়স, লিঙ্গ, ত্বকে আঁচিল, তিল বা আঘাতের চিহ্ন, চুলের রঙ এবং সানস্ক্রিন ব্যবহারসংক্রান্ত কিছু সাধারণ প্রশ্ন থাকে এ টেস্টে।

অস্ট্রেলিয়ায় সবচেয়ে বেশি হওয়া ক্যান্সারের মধ্যে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে মেলানোমা নামক ক্যান্সার। দেশটিতে প্রতিদিন অন্তত পাঁচজন মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারাযান। আর সারা বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় দুই লাখ নতুন মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন এবং ৫০ হাজারের বেশি মানুষ মারা যান। অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে এ ক্যান্সারে মানুষ বেশি আক্রান্ত হন। যুক্তরাষ্ট্রে ১ শতাংশ মানুষ জীবনে একবার এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

ত্বকের ক্যান্সার ঠিক কী কারণে হয়, সেটি নির্দিস্ট করে জানা যায় না। তবে সূর্যরশ্মি এবং বংশগত কারণকে এ জন্য দায়ী করা হয়। এছাড়া যাদের ত্বকে তিল বেশি তাদের আক্রান্ত হওয়া প্রবণতা বেশি।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, নতুন এ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে টিউমার শনাক্ত করা গেলে ঝুঁকিতে থাকা মানুষের দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হবে।

পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে জ্বলন্ত মহাকাশ কেন্দ্র

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন অকেজো হয়ে পড়া চীনা মহাকাশ স্টেশনের ধ্বংসাবশেষ সোমবারের মধ্যেই ভূপৃষ্ঠে এসে আছড়ে পড়বে। তবে কোথায় পড়বে তা এখনও কেউ ধারণা করতে পারছেন না।

টিয়াংগং ১ নামে এই মহাকাশ গবেষণা স্টেশনটি চীনের উচ্চাভিলাষী মহাকাশ কর্মসূচির অন্যতম প্রধান অংশ ছিল। চীনের লক্ষ্য হচ্ছে ২০২২ সাল নাগাদ তারা মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি মহাকাশ কেন্দ্র মহাশূন্যে পাঠাতে চায়। টিয়াংগং ১ ছিল তারই পূর্ব প্রস্তুতি।

২০১১ সালে মহাকাশ কেন্দ্রটি কক্ষপথে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। প্রায় সাত বছর পর এটি এখন ধ্বংস হয়ে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। চীনা ও ইউরোপীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সোমবা নাগাদ মহাকাশ কেন্দ্রটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে। বায়ুমন্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটিতে আগুন ধরে যাবে। তারপরও কিছু ধ্বংসাবশেষ মাটিতে এসে পড়বে।

চীনের মহাকাশ প্রকৌশল দফতর তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্ভয় দিয়েছে, কোনো সায়েন্সফিকশন সিনেমার মতো ঘটনা ঘটবে না। বরঞ্চ দেখারমতো কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, আকাশে উল্কাবৃষ্টির মতো দৃশ্য চোখে পড়তে পারে।

কোথায় এসে পড়বে এই মহাকাশ স্টেশন?

২০১৬ সালে চীন জানায়, টিয়াংগংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা সেটিকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ফলে কোথায় গিয়ে সেটি পড়বে, তা বলা যাচ্ছে না। ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানাচ্ছে, এটি নিউজিল্যান্ড থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে কোনো এক জায়গায় গিয়ে পড়বে।

কীভাবে এটি বিধ্বস্ত হবে?

এস্ট্রেলিয়ার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের ড. এলিয়াস আবোটানিয়োস বলেছেন, বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পর এটির পতনের গতি ক্রমে বাড়তে থাকবে। একপর্যায়ে এর গতি ঘন্টায় ২৬ হাজার কিলোমিটারে পৌঁছাতে পারে। তিনি বলেন, ভূপৃষ্ঠের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছানোর পর এটি গরম হতে থাকবে। ফলেএটি পুড়তে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত মাটিতে পড়ার আগে এর কত অংশ টিকে থাকে বলা কঠিন। কারণ এর গঠন নিয়ে চীন কখনও কিছু খুলে বলেনি। ভয়ের কি কোনো কারণ রয়েছে?

বিজ্ঞানীরা বলছেন না। যদিও এই মহাকাশ স্টেশনটির ওজন ৮.৫ টন , কিন্তু বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তবে যন্ত্রগুলো যেমন, তেলের ট্যাংক বা রকেট ইঞ্জিন হয়তো পুরোপুরি ভস্মীভূত নাও হতে পারে। যদি না হয়, তা হলেও এগুলো কোনো মানুষের ওপর এসে পড়বে সেই সম্ভাবনা খুবই কম।

আবোটানিয়োস বলছেন -এসব ক্ষেত্রে ধ্বংসাবশেষের সিংহভাগই গিয়ে পড়ে সাগরে।

টিয়াংগং১ কেমন মহাকাশ স্টেশন?

যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার তুলনায় মহাকাশে চীনেরযাত্রা অল্প দিন আগের ঘটনা। ২০০১ সালে প্রথম চীন মহাকাশ যন্ত্র পাঠায়। তার পর ২০০৩ সালে প্রথমবার চীনা কোনো নভোচারী মহাকাশে যায়। এরপর ২০১১ সালে এসে চীন প্রথম মহাকাশ স্টেশন পাঠায়, যার নাম টিয়াংগং১ বা স্বর্গের প্রাসাদ। এই কেন্দ্রে মানুষ যেতে পারত, তবে অল্প ক'দিনের জন্য। ২০১২ সালে একজন নারী নভোচারী টিয়াংগংয়ে গিয়েছিলেন। দুবছর পর অর্থাৎ ২০১৬ সালের মার্চের পর এটি আর কাজ করছিল না।

তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরের মাইক্রোচিপ উদ্ভাবন

তরঙ্গের মাধ্যমেই আমাদের পরিচিত আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি ইত্যাদি সঞ্চালিত হয়। আর তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরিত করে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক এমন একটি মাইক্রোচিপ তৈরি করেছেন যা আলোর তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করতে সক্ষম। মাইক্রোচিপটি আলো হিসেবে সঞ্চিত তথ্য ধীরে ধীরে এবং আরও কার্যকরীভাবে দ্রুত প্রসেস করতে সক্ষম। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলটি তাদের গবেষণা জার্নালটি 'নেচার কমিউনিকেশনে' প্রকাশ করেছেন। এই দলে আছেন মরিসত মারক্লিন ও ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার।দূর থেকে কোনো তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আলো তরঙ্গ বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর একটি দুর্বল দিক হল শব্দ তরঙ্গের তুলনায় এর গতি কম।

ফলে এটি কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ সিস্টেমের জন্য সংরক্ষিত তথ্য প্রসে করাকে কঠিন করে তোলে। এ কারণে শব্দ তরঙ্গ অথবা আলো থেকে পরিণত শব্দ তরঙ্গে তথ্য চলাচলের কাজ দ্রুত হয়।

গবেষকদের মাইক্রোচিপটি আলো তরঙ্গ থেকে তথ্য পাঠাতে যে সময় প্রয়োজন হয় সে সময়ের চেয়ে কম সময়ে শব্দ তরঙ্গতে রূপান্তরিত করে। যা আলো তরঙ্গ থেকে বহু গুণ দ্রুত কাজ করে। গবেষকদের মতে, বর্তমান সময়ের ল্যাপটপগুলোর চেয়ে আলোর তরঙ্গ ভিত্তিক বা ফোটোনিক কম্পিউটারগুলো ২০ গুণ বেশি দ্রুত গতিতে চলতে পারবে। ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার বলেন, শব্দ তরঙ্গ রূপান্তরের মাইক্রোচিপটি আলোর তুলনায় ৫ গুণ দ্রুত কাজ করে। এ ছাড়া এটি আলো তরঙ্গের মতো অধিক তাপ উৎপাদন করে না।সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কম্পিউটার প্রযুক্তিও দ্রুত উন্নত হচ্ছে। তবে ডিভাইসগুলো তাপ নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করলে তাপবিষয়ক সমস্যা থেকে অনেকটা সমাধান পাওয়া যাবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।গবেষক দলের মাইক্রোচিপটির উন্নয়ন ঘটনোর জন্য আরও গবেষণা চালানো হচ্ছে।

মঙ্গলের জন্য পারমাণবিক চুল্লি

নতুন নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টের বা পারমাণবিক চুল্লির পরীক্ষায় সফল হয়েছে নাসা। ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে ব্যবহার করা হতে পারে এটি।

নাসার নেভাডা ন্যাশনাল সিকিউরিটি সাইটে নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত পরীক্ষা চালানো হয়েছে কিলোপাওয়ার রিঅ্যাক্টের' নামের এই পারমাণবিক চুল্লির।

খবর ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড মিররের। প্রকল্পে কাজ করা জিম রয়টার বলেন, নিরাপদ কার্যকর এবং যথেষ্ট শক্তি হবে ভবিষ্যৎ রোবোটিকস এবং মানব অন্বেষণের মূল চাবি। আমি বিশ্বাস করি বিকাশ ঘটলে চন্দ্র ও মঙ্গলে শক্তি সরবাহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে কিলোপাওয়ার।

কিলোপাওয়ার হল হালকা একটি বিভাজন শক্তি ব্যবস্থা, যা ১০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। এই শক্তি দিয়ে মাঝারি ধরনের কয়েকটিবাড়িতে টানা ১০ বছর বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করাহয়।

চাঁদে সুর্য থেকে শক্তি উৎপাদন কঠিন হওয়ায় নাসার ধারণা চাঁদের জন্য আদর্শ হবে এই পারমাণবিক চুল্লি। কারণ এক চাঁদরাত পৃথিবীর ১৪ দিনের সমান।

কিলোপাওয়ারের প্রধান প্রকৌশলী মার্ক গিবসন বলেন, 'কিলোপাওয়ার আমাদের আরওবেশি শক্তির মিশন পরিচালনা এবং চাঁদের অন্ধকার গর্তগুলোতে অনুসন্ধান চালানোর ক্ষমতা দিয়েছে। আমরা যখন চাঁদে বা অন্যান্য গ্রহে দীর্ঘদিন থাকার জন্য নভোচারী পাঠাব সেখানে নতুন শ্রেণীর শক্তি লাগবে যা আগে কখনও দরকার পড়েনি।'

নতুন পারমাণবিক চুল্লিটি পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল দুটি। এর মধ্যে একটি হল ব্যবস্থাটি বিভাজন শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছে কিনা। আর ব্যবস্থাটি স্থির এবং পরিবেশের জন্য নিরাপদ কিনা। গিবসন বলেন, আমরা চুল্লিটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি এবং পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে যে, ব্যবস্থাটি যেভাবে নকশা করা হয়েছে তেমনভাবেই কাজ করে। যে পরিবেশই দেয়া হোক না কেন, চুল্লিটি ভালো কাজ করে।'

চুল্লিটি কখন মহাকাশে পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে তা স্পষ্ট করেনি নাসা। মঙ্গল গ্রহের ভূমিকম্প মাপতে নতুন মিশন হাতে নিয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। ভূমিকম্পের তথ্য থেকে গ্রহটির অভ্যন্তরে কাঠামো সম্পর্কে ধারণা পেতে চলতি সপ্তাহে নতুন এ মিশনে নামছে ওয়াশিংটনভিত্তিক সংস্থাটি। এ মিশনের অংশ হিসেবে ইনসাইট নামের একটি অনুসন্ধান যন্ত্র লাল গ্রহটিতে পাঠানো হচ্ছে। স্ট্যাটিক ল্যান্ডার যন্ত্রটি মঙ্গলে নামার পর সেখানকার মাটিতে সিসমোমিটার স্থাপন করবে।

শনিবার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সিসমোমিটারে যুক্তরাজ্যের তৈরি একটি সেন্সরও থাকছে। এই ভূমিকম্প মাপার যন্ত্রই মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মঙ্গলের ভূমিকম্প সম্পর্কে তথ্য দেবে।

পৃথিবীর সঙ্গে তুলনার পর মিলবে মঙ্গলের অভ্যন্তরীণ কাঠমোতে থাকা পাথরের স্তর সংক্রান্ত তথ্যও। ইনসাইট মিশনের প্রধান গবেষক ড. ব্রুস বেনার্ডট বলেন, যখন সিসমিক তরঙ্গ মঙ্গলের চারপাশে প্রবাহিত হবে, তখন যন্ত্রটি বিভিন্ন স্তরের পাথরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরঙ্গগুলোর তথ্য জোগাড় করতে পারবে।

সিসমোগ্রামে এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার পরই বিজ্ঞানীরা সেখানকার পাথরের গঠন জানতে পারবেন। বিভিন্ন মার্স কোয়ার থেকে যখন আমরা নানান তথ্য পাব, সব মিলিয়ে আমরা মঙ্গলের অভ্যন্তরে ত্রিমাত্রিক চিত্রটি নির্মাণ করতে পারব।'

ক্যালিফোর্নিয়ার ভেন্ডেনবার্গ, বিমান ঘাটি থেকে অ্যাটলাস রকেটের সাহায্যে ইনসাইডের এ 'ল্যান্ডারটি' পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিবিসি। শনিবার স্থানীয় সময় ভোর ৪ টা ৫ মিনিটে অ্যাটলাসের যাত্রা শুরুর কথা রয়েছে। যদিও কুয়াশার কারণে তা বিলম্বিতও হতে পারে। গত শতকের ৭০-এর দশকেও নাসা বেশ কয়েকটি ভাইকিং ল্যান্ডারের মঙ্গলে সিসমোমিটা পাঠিয়েছিল। যদিও গঠনেরকারণে সেগুলো তেমন সফলতা আনতে পারেনি।

ইনসাইটের এবারের ল্যান্ডারটি তিন মাত্রার নিচের ভূমিকম্পও শনাক্ত করে তথ্য পাঠাতে পারবে।এই যন্ত্র বছরে ঠিক কতগুলো কম্পন শনাক্ত করতে পারবে, তা জানা যায়নি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, তাদের আশা ল্যান্ডারটি থেকে অন্তত কয়েক ডজন ভূমিকম্পের তথ্য পাওয়া যাবে।

গোলাপের সুগন্ধের জিনগত রহস্য উন্মোচন

প্রথমবারের মতো গোলাপের জিনগত কাঠামো উন্মোচন করলেন বিজ্ঞানীরা। এই রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এমন কিছু পেয়েছেন, যা বিস্ময় তৈরি করেছে।

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের একটি দল এই গবেষণা করেছে। ওই বিজ্ঞানীরা জানান, আগামীতে নতুন রং এবং গন্ধসমৃদ্ধ গোলাপ তৈরি করা যাবে ফ্রান্সের লিও শহরে এই গবেষণা প্রকল্পটিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন মোহাম্মেদ বেনদাহমানে।

মোহামেদ বেনদাহমানে জানান, আট বছর ধরে গবেষণার পর তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন কোন জিন গোলাপের গন্ধ তৈরি করে। আর কোন জিন রং তৈরি করে। এছাড়া কোন জিনটি ফুলের স্থায়িত্ব বাড়ায়।

এই গবেষণায় ছিলেন ফ্রান্স , জার্মানি, চীন এবং ব্রিটেনের ৪০ বিজ্ঞানী তাদের এই গবেষণা এথকে এখন জানা যাবে কেন গোলাপের রং এবং গন্ধ এত ভিন্ন ভিন্ন হয়। গোলাপ চাষীরা এখন আরও সুন্দর ণং এবং মিষ্টি গন্ধের নতুন জাতের গোলাপ চাষ করতে পারবেন।

যে গোলাপগুলোতে পোকা লাগবে এবং ফুলদানিতে আরও বেশিদিন তাজা থাকবে। উল্লেখ্য, হাজার

হাজার বছর আগে সম্ভবত চীনে প্রথম গোলাপের চাষ শুরু হয়। সুগন্ধি তৈরির জন্য রোমান সাম্রাজ্যের

সময় মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক গোলাপ চাষ করা হতো।এছাড়া বিভিন্ন রাজকীয় অনুষ্ঠানে গোলাপের পাপড়ি ছিটানোর চলছিল ওই সময়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে গোলাপ রাজসিংহাসন দখলের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

জাপান ভ্রমণের গাইড রোবট

জাপান ভ্রমণে পর্যটকদের সহায়তা করছে শার্পের 'রোবোহন' রোবট। মানুষের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন চালাতে পারে ছোট এই রোবটটি। আপাতত শুধু জাপানের বাজারেই রোবটটি উন্মুক্ত করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান শার্প।

এবারদেশটিতে পর্যটকদের কাছেও ভাড়াদেয়া হচ্ছে রোবটটি। গ্রাহকের সেলফোনের সম্ভাব্য বদলি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে 'রোবোহন।'

অ্যামাজনের অ্যালেক্স, অ্যাপলের সিরি যেখানে গ্রাহককে আবহাওয়ার তথ্য এবং অন্যান্য খবর জানায় সেখানে রোবোহন গ্রাহকের সঙ্গী হিসেবে কাজ করে। জিপিএস দিয়ে গ্রাহকের ভ্রমণ পর্যবেক্ষণ করে রোবোহন। গ্রাহক কোথায় আছেন তার ওপর ভিত্তি করে তিনি কী করবেন তার পরামর্শ দিয়ে থাকে রোবটটি।

সম্প্রতি জাপানের টোকিও ভ্রমণের সময় রোবটটি এক সপ্তাহ ব্যবহার করেছেন সিএনবিসির এক প্রতিবেদক।

হানেদা এয়ারপোর্টে বাড়ায় পাওয়া যাচ্ছে রোবোহন। রোবটটির প্রতিদিনের ভাড়া বলা হয়েছে ১২ কোটি মার্কিন ডলার। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য ভাড়া নিলে কিছু ছাড় দেয়া হবে।

সিএনবিসির প্রতিবেদক যখন রপ্পোংগি এলাকার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রোবটটি তাকে কাছেই মামান স্পাইডার স্কাল্পচারের শৈল্পিক ছবি' তোলার পরামর্শ দেয়, আবার টোকিও স্টেশন দিয়ে যাওয়ার সময় রেলওয় স্টেশনটির সাম্প্রতিক সংস্কার নিয়ে কথা বলা শুরু করে রোবোহন। গ্রাহক একা থাকলে সহায়ক এই সঙ্গী রোবটটি তার জন্য ছবি তুলে দেবে এবং কমান্ড শুনে নাচতে পারে বলেও জানানো হয়েছে ।

মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা। যেকথাটি সত্যি বলে মেনে নেবে মোবাইলের লাই ডিটেক্টর, তার পাশে সবুজ টিক চিহ্ন দেখা দেবে আর মিথ্যে বলে মনে হলে তার পাশে লাল কাটা দাগ দেবে। পরস্পরবিরোধী তিনটি ভিন্নধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে ওই অ্যাপের সফলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। অ্যানড্রয়েড স্মার্টফোনের জন্য ডিজাইন করা অ্য

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

দক্ষিণ এশিয়ার সংযোগ ও সৌহার্দ্যের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৪ দফা প্রস্তাব

ঢাকা,অক্টোবর ০৪।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণ এশিয়ার বিদ্যমান ভূ-রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় ৪ দফা প্রস্তাব দিয়েছেন। এর মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়া সংঘবদ্ধ, বন্ধুত্বপূর্ণ ও প্রতিযোগিমূলক অঞ্চল হিসেবে পারস্পরিক বৈশ্বিক কল্যাণে অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। বিগত কয়েক দশকে আমরা অনেক মহৎ আঞ্চলিক বিভিন্ন ধারণা ও উদ্যোগ দেখেছি। এগুলোর মধ্যে কিছু সফল হলেও অন্যগুলো সফল হয়নি। আগামী কয়েক দশকের দিকে দৃষ্টি রাখলে আমি মনে করি যে এক্ষেত্রে আমাদের কিছু নীতিমালা মেনে চলা উচিত হবে।তিনি বলেন,আমি বলতে চাই যে একটি সংযুক্ত, বন্ধুত্বপূর্ণ ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ অঞ্চল হওয়ায় দক্ষিণ এশিয়া অন্য অঞ্চলের সাথে সেতুবন্ধ গড়ে তুলতে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার এখানে হোটেল তাজ প্যালেসে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের ইন্ডিয়া ইকোনোমিক সামিটের সমাপনী অধিবেশনে প্রস্তাব (চিন্তা-ভাবনা) দিয়ে বলেন, বিগত দশকগুলোতে আমরা অনেক উচ্চাকাঙ্খী চিন্তা-ভাবনা ও উদ্যোগ দেখেছি। এর কিছু সফল হয়েছে, অন্যগুলো বাস্তবতায় আসেনি। আমার দৃষ্টিতে আগামী দশকগুলোর জন্য নিম্নোক্ত চিন্তা-ভাবনা অনুসরণ করা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, প্রথমত: আমাদের সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সৌহার্দ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর মানসিকতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। যুগ যুগ ধরে বহুত্ববাদ হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার শক্তি। এর মাধ্যমে আমরা ধর্ম, জাতি ও ভাষাগতভাবে দক্ষিণ এশিয়ার বৈচিত্র্যের উদযাপন করতে পারে। এটি হচ্ছে মৌলিক বিষয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দ্রুত প্রবৃদ্ধির সময়ে সমাজে যেন বৈষম্য আরো বেড়ে না যায় তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। সম্পদ হতে হবে অন্তর্ভুক্তমূলক এবং তা তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে হবে।তিনি বলেন, স্বল্পোন্নত সম্প্রদায় বা দেশ পিছনে পড়ে থাকবে না। আমাদের যুবকদের আকাঙ্খা ও চাহিদা অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে।দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে অন্যদের হাত ধরতে হবে।

সম্প্রদায় ও দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা হচ্ছে চাবিকাঠি। আমাদের ভ্রান্ত ধারণা থেকে ঊর্ধ্বে উঠতে হবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রবর্তিত 'সবার সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয়' এই নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিমন্ডলে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় অব্যাহত অবদান রেখে চলছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে সকল দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে সহায়তা করছে।তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে আমরা ভারতের সঙ্গে গঙ্গা নদীর পানি বন্টনের সমাধান করেছি। আমরা সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্র সীমানা নির্ধারণ করেছি।শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ এখন ভারতের সঙ্গে আন্তঃনদী নাব্যতা উন্নয়নে কাজ করছে। আমরা ভারত থেকে ইন্টার গ্রীড সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ কিনছি।আমাদের রাজনীতি,অর্থনীতি ও সমাজের জন্য এ ধরনের সহযোগিতাপূর্ণ সংস্কৃতি প্রয়োজন। অপরদিকে আমাদের বেসরকারি খাত স্বচ্ছ ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে।

চতুর্থ প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা অবশ্যই বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ন্ত্রণ করবো। আমাদের জনগণের স্বার্থে ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক বাস্তবতার আমরা প্রশংসা করবো। আমরা স্বল্প মেয়াদি লাভের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি স্বার্থ বন্ধ করে দিতে পারি না।'তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে আমার বাবা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালির মুক্তি স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াতে তাদের প্রতি জোরালো আহ্বান জানান।তিনি আরো বলেন, 'বঙ্গবন্ধু জনগণের ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন এবং তাদেরকে ভালবাসতেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে বাংলাদেশের উন্নয়ন বজায় রাখতে হলে তাদের প্রতিবেশি দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, '১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফিরে এসে তিনি কোলকাতায় ঘোষণা দেন যে প্রতিবেশি দেশগুলোর পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং আমাদের জনগণের স্বার্থে গঠনমূলক নীতিমালা প্রনয়নে আমরা সহযোগিতা করবো।'বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শীপূর্ণ চিন্তা-ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা বিমসটেক, সার্ক, বিবিআইএন ও বিসিআইএমের মতো আঞ্চলিক সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি।

ডব্লিউইএফ সভাপতি বোর্জে ব্রেন্ডে'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্যানেলিস্ট ছিলেন- সিঙ্গাপুরের উপ-প্রধানমন্ত্রী হেং সোয়ি কিট, সেকুইয়া ক্যাপিটাল ইন্ডিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক শৈলেন্দ্র সিং, এ্যাপোলো হসপিটাল এন্টারপ্রাইজের নির্বাহী সহ-সভাপতি শোবানা কারমিনেনি ও বুকিং ডট কম-এর চেয়ারওমেন জিলিয়ান টানস।সঞ্চালকের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে সংযোগ প্রতিষ্ঠার ওপর অগ্রাধিকার দিচ্ছে।তাঁর সরকার ১৯৬৫ সালের পরে বন্ধ হয়ে যাওয়া সংযোগগুলো পুনরায় চালু করার জন্য চেষ্টা করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা সবসময় এ নিয়ে চিন্তা করি। আমরা এ অঞ্চল এবং এর বাইরের অঞ্চলের মধ্যে সেতুবন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে পারি।'তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ এশিয়ান হাইওয়ে ও এশিয়ান রেলওয়ে প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করছে।দারিদ্র্যকে এ অঞ্চলের অভিন্ন শত্রু অভিহিত করে তিনি বলেন, 'আমাদের, এ অঞ্চলের সকল দেশের এই হুমকির বিরুদ্ধে একযোগে লড়াই করা উচিত। আমাদের এটি করার সামর্থ্য রয়েছে এবং আমরা নিশ্চই এটি করবো।'এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু এ অঞ্চলের সমৃদ্ধির জন্য সংযোগ বৃদ্ধির গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। রোহিঙ্গা ইস্যু প্রশ্নে শেখ হাসিনা বলেন, বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের জন্য বোঝা হয়ে দেখা দিয়েছে।বঙ্গবন্ধু দেশের মানুষকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করে মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে দেশ স্বাধীন করেছিলেন উল্লেখ করে শেখ হাসিনা মানুষের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরেন।সিঙ্গাপুরের উপ-প্রধানমন্ত্রী দারিদ্র্য বিমোচন ও সহযোগিতা বিনিময়ের মাধ্যমে এ অঞ্চলকে আরো শক্তিশালী করার জন্য একযোগে কাজ করতে শেখ হাসিনার ধারণার প্রশংসা করেন।

শেখ হাসিনা ক্ষমতার জন্য নয়, মানুষের জন্য রাজনীতি করেন : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

ঢাকা,অক্টোবর ০৪।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ক্ষমতার জন্য নয়, মানুষের কল্যাণে রাজনীতি করেন।

তিনি (শেখ হাসিনা) মানুষকে ভালবেসে রাজনীতি করেন একথা উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় হাছান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাদুকরি নেতৃত্বের কারণেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দেশে এখন আর কোনো মানুষ না খেয়ে থাকে না।

তথ্যমন্ত্রী শুক্রবার রাজধানীর শাহবাগস্থ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৩ তম জন্মদিন উপলক্ষে 'হাসুমণির পাঠশালা' আয়োজিত সুচিশিল্প প্রদর্শনীর সমাপনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভায় প্রধান বক্তার বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ড়হাছান মাহমুদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতার সাথে আপোষ করেননি। কারণ তিনি (বঙ্গবন্ধু) বাংলাদেশের মানুষকে ভালো বাসতেন। তাই ফাঁসির মঞ্চের কাছাকাছি গিয়েও তিনি আপোষ করেননি। তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ক্ষমতার লোভে নয়, মানুষকে ভালোবেসে রাজনীতি করেন।তথ্যমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনা ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতি করেছেন। ১৯৮১ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার আগে লন্ডনে এবং ইউরোপে রাজনীতি করেছেন।তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের সভাপতি হওয়ার পরেও শেখ হাসিনাকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাঁকে বার বার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে।

ড় হাছান বলেন, প্রধানমন্ত্রী দলকে সুসংগঠিত করতে দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়েছেন। তাঁর ওপর বার বার হামলা করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, ১৬ কোটি মানুষের দেশে এখন কেউ না খেয়ে থাকে না। এই দেশ এখন বিদেশে খাদ্য পাঠায়। আগে বিদেশ থেকে খাদ্য আনতে হতো। এখন দেশ থেকে কাপড় বিদেশে পাঠানো হয়।তথ্যমন্ত্রী বলেন,প্রধানমন্ত্রী স্বপ্ন দেখেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন। শেখ হাসিনা শুধু রাষ্ট্রনায়ক নন, গণতন্ত্রের অপর নাম শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা বাঙালির মুক্তির ঠিকানা। তিনি বাঙালির স্বপ্ন পূরণের সারথি।ড় হাছান বলেন,আমাদের দেশ থেকে চিত্রকর্ম প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের প্রদর্শনীর মাধামে শিল্পকর্মকে ধরে রাখতে হবে।

সংগঠনের সভাপতি মারুফা আক্তার পপির সভাপতিত্বে এ আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক নিসার হোসেন, রাজধানীর সিটি কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মঈনুদ্দীন খালেদ, অধ্যাপক জামাল আহমেদ, অধ্যাপক জুনায়েদ হালিম, সুচিশিল্পী ইলোরা পারভীন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

মতিয়া চৌধুরী বলেন,প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বের কারণে দেশের সর্ব ক্ষেত্রে সাফল্য আসছে। এটি আমাদের ধরে রাখতে হবে।

আকস্মিকভাবে পণ্য রফতানি বন্ধ না করতে ভারতের প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বান

াকা,অক্টোবর ০৪।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভবিষ্যতে বাংলাদেশে পেঁয়াজের মতো নিত্য পণ্য রফতানি বন্ধের কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে বাংলাদেশকে জানানোর জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এধরনের সিদ্ধান্তের ফলে নিকট প্রতিবেশী দেশের বাজারে তার প্রভাব পড়ে।

তিনি বলেন, 'আপনারা (ভারত) হঠাৎই বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দিয়েছেন। যদি আগে-ভাগে আমাদের বিষয়টি জানাতেন তাহলে আমরা অন্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানির ব্যবস্থা করতে পারতাম।'

প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার নয়াদিল্লীতে ভারত-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, নয়াদিল্লী যদি ভবিষ্যতে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে বাংলাদেশকে জানায় তবে ঢাকা তাকে স্বাগত জানাবে।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হোটেল আইসিটি মৌর্য'র কামাল মহল হলে অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে বলেন, তিনি এখন তার পাচককে খাদ্য রান্নার সময় পেঁয়াজ ব্যবহার না করতে বলেছেন।প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডাব্লিউইএফ) ইন্ডিয়া অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য ৪ দিনের সরকারি ভারত সফরে এখন নয়াদিল্লী রয়েছেন।

অনুষ্ঠানে ভারতের শিল্প ও রেলমন্ত্রী পিয়াস গোয়েল, বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)-এর সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম, কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই) সভাপতি বিক্রম শ্রীকান্ত কিরলস্কর, ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই) সভাপতি সন্দীপ সোমানি এবং এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি অব ইন্ডিয়া (এএসএসওসিএইচএএম)-এর সভাপতি বালকৃষ্ণ গোয়েনকা উপস্থিত ছিলেন।

সমাজ থেকে অবিচার, অন্যায় দূর করতে পূজার চেতনা কাজে লাগাতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের আহ্বান

ঢাকা,অক্টোবর ০৪।। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ দেশের সার্বিক অগ্রগতির সঙ্গে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিতে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে দুর্গাপূজার চেতনা কাজে লাগাতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষে শুক্রবার নগরীর বনানী পূজামন্ডপে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে বলেন, 'সুখী-সমৃদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সমাজ থেকে অসত্য, অবিচার ও অন্যায় দূরীকরণে দুর্গাপূজার চেতনা কাজে লাগাতে হবে।'দুর্গাপূজা কেবল ধর্মীয় বিষয় নয় একে আন্তর্জাতিক উৎসব হিসেবে বর্ণনা করে রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, এই উৎসব সুদীর্ঘকাল ধরে বাঙালি জাতির বহুদিনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিক বহন করে চলেছে।তিনি বলেন, ধর্মীয় উৎসব ছাড়াও দুর্গাপূজা দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারাদেশে ৩১ হাজার ৩৯৮টি পূজামন্ডপ স্থাপনের মাধ্যমে উৎসবমুখর পরিবেশে এই ধর্মীয় উৎসব উদযাপিত হচ্ছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ ধর্মীয় সম্প্রীতির অনন্যদৃষ্টান্ত, সেখানে সকল ধর্মের মানুষ সুদীর্ঘকাল অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে তাদের ধর্মীয় উৎসব পালন করে।এর আগে সেখানে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র আতিকুল ইসলাম, সংসদ সদস্য ও চলচ্চিত্র অভিনেতা আকবর হোসেন পাঠান (ফারুক), সর্বজনীন পূজা ফাউন্ডেশনের সভাপতি সুবল চন্দ্র দাস।রাষ্ট্রপতি এসময় 'বোধন' প্রকাশনার মোড়কও উন্মোচন করেন।

এর আগে শুক্রবার বিকেলে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পূজামন্ডপ পরিদর্শন করেন।ঢাকেশ্বরী পূজা মন্ডপে পৌঁছালে সেখানে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র সাঈদ খোকন, হাজী মোহাম্মদ সেলিম এমপি, সাবেক এমপি মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মিলন কান্তি দত্ত। রামকৃষ্ণ মঠ ও মন্ডপে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান কাজী ফিরোজ রশীদ এমপি, রামকৃষ্ণ মিশনের ম্যানেজার স্বামী সর্বতীতানন্দ ও ডিএসসিসি মেয়র সাঈদ খোকন।এসব পূজামন্ডপে উৎসব উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে তাকে ক্রেস্ট ও উত্তরীও উপহার দেয়া হয়।

দেশ ও জনগণের স্বার্থে সমালোচনার পাশাপাশি সরকারের সাফল্য তুলে ধরুন : ওবায়দুল কাদের

ঢাকা,অক্টোবর ০৪।। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সমালোচনার পাশাপাশি সরকারের সাফল্য তুলে ধরতে সংবাদ মাধ্যমের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, দেশের সংবাদ মাধ্যম সঠিক তথ্য তুলে ধরছে। দেশ ও জনগণের স্বার্থে সমালোচনার পাশাপাশি সরকারের সাফল্য তুলে ধরবে বলে প্রত্যাশা করছি।

শ্রক্রবার রাজধানীর ঢাকা ক্লাবের স্যামসন এইচ চৌধুরী হলে নিউজ ব্রডকাস্টারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এনবিএন) আয়োজিত অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতার তিনি এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, কিছু কিছু সংবাদ পত্রে সাংবাদিকরা সমস্যায় আছেন। বিষয়টি তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ সমাধানের উদ্যোগ নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যমন্ত্রীসহ আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো। ওবায়দুল কাদের বলেন, আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা মাদক-সন্ত্রাস ও দুর্নীতি বিরোধী যে অভিযান শুরু করেছেন তা দেশের মানুষের শান্তির জন্য। কিছু কিছু মানুষ প্রধানমন্ত্রীর এ অভিযানে প্রশংসা করছে না। তারা দেশের মঙ্গল চায় না। তবে আমরা আগে ঘর থেকে এ অভিযান শুরু করেছি। অভিযান অব্যাহত থাকবে।

তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেন, টেলিভিশন সম্প্রাচারের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের প্রতি আহবান আপনারা শুধু সমালোচনা নয়, সরকারের সাফল্য তুলে ধরবেন বলে প্রত্যাশা করছি।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে গত সাড়ে ১০ বছরে দেশে ইলেকট্রনিক মিডিয়া তিনগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছেন। আমরা সবার প্রচেষ্টায় দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে জাতিরজনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। সে কারণে সকলের সহায়তা প্রয়োজন।

সংগঠনের সভাপতি মুমতাহিনা রীতুর সভাপতিত্ব এবং সাধারণ সম্পাদক জাবেদ কারদারের সঞ্চালনায় এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের আহ্বায়ক সাকলায়েন রাসেল। অনুষ্ঠানে দেশের প্রায় সকল বেসরকারি টেলিভিশন এবং রেডিও চ্যালেনের সংবাদ ইপস্থাপকরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন।

ওবিসি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে অটো প্রাপক সুবিধা ভোগীদের হাতে নথিপত্র তুলে দেন নিগমের চেয়ারম্যান। ছবি- নিজস্ব।

ধর্ম ব্যবহার করে এদেশে আর কেউ রাজনীতি করতে পারবে না নৌ-প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,অক্টোবর ০৪।। নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ধর্ম ব্যবহার করে এদেশে আর কেউ রাজনীতি করতে পারবে না।'এদেশ পরিচালিত হবে ধর্মনিরপক্ষভাবে'-এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ধর্ম যার-যার উৎসব সবার।

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী শুক্রবার দিনাজপুরের বিরল উপজেলা পরিষদ হলরুমে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে এ উপজেলার বিভিন্ন পূজামন্ডপের সরকারি অনুদানের অর্থ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ বছর সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠান 'দুর্গোৎসব' শুরু হয়েছে। দেবী দুর্গা প্রতিবারই আসেন সমাজের সকল অনিষ্ট ও দুর্গতি বিনাশের জন্য।তিনি বলেন, এদেশ অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পরিচালিত হয়ে আসছে। কোন সাম্প্রদায়িক শক্তি তা বিনষ্ট করতে পারবেনা।খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেক শক্তিশালী, এদেশের বাজেট নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

তিনি বলেন,'আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন বিশ্ব-দরবারে সকল ক্ষেত্রে মডেল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। দুর্গাপূজা চলাকালীন কোন বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী উৎসবকে যেন ভুন্ডুল করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে সকল স্তরের নেতা-কর্মীদের আহ্বান জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী আইন সৃংখলা বাহিনীকেও এব্যাপারে সহযোগিতা করার নির্দেশনা দেন।

উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিরল উপজেলার ৯৪টি পূজামন্ডপের জন্য সরকারি অনুদানের অর্থ বিতরণ করা হয়। প্রতিমন্ত্রী বিরল পৌরসভাসহ ১২ টি ইউনিয়নের মোট ৯৪ টি মন্ডপে ৮ লাখ ৪৬ হাজার টাকা বিতরণ করেন।উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবিএএম রওশন কবিরের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে স্থানীয় পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক রমাকান্ত রায়, পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব ও বিরল কেন্দ্রীয় দুর্গা মন্দিরের সভাপতি সুবল চন্দ্র রায়, পুজা উদযাপন পরিষদের সদস্য ও কালিয়াগঞ্জ পুজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক বিভুতি ভুষন সরকার, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) এম আব্দুল লতিফ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠান শেষে প্রতিমন্ত্রী বিরল কেন্দ্রীয় দুর্গা মন্দির পরিদর্শন করেন। বিকালে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলায় বিভিন্ন পুজামন্ডপ পরিদর্শন করেন।

দুর্গোৎসবে আনন্দে মাতোয়ারা আনন্দধারা

পুণে, ৪ অক্টোবর ঃ "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমোঃ।।" মহালয়ার পূণ্য প্রভাতে বেতার যন্ত্রে বীরেন্দ্র কিশোর ভদ্রের সুর বেজে উঠতেই শরীর শিহরিত হয়ে উঠে। আগমনীর বার্তায় আপন খেয়ালেই মন দুলে উঠে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসবকে ঘিরে আয়োজনের কোনো কমতি হয় না। শুধু ভারত নয়, বহিঃবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মহা ধুমধামে পালিত হয় দুর্গাপূজা। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারত বর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পুণের আনন্দধারা সংস্থার উদ্যোগে তেমনি এক আয়োজন করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের অন্যতম একটি বাণিজ্যিক শহর পুণেতে বাঙালিয়ানার অভাব খুব একটা অনুভব হয় না। কারণ, কর্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গ এবং পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরার বহু ছেলে-মেয়ে পুণেতে রয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই নিজস্ব আবেগেই দুর্গোৎসবের তাগিদ অনুভব করেন সকলেই। কারণ, দুর্গোৎসবের এই চারটি দিন নিজ জন্মভিটেতে কাটাতে না পারার যন্ত্রণা নিজেরাই উপসমের ব্যবস্থা

করে নেন।

বাঙালি মানেই ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক প্রাচুর্য্যে ভরপুর। তেমনি দুর্গোৎসবেও এর ছাপ ফুটে উঠাটাই স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে। অনন্দধারার প্রবাসি সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত পূজা কমিটির সদস্য কৌশিক সাহার চিন্তনে সাজিয়ে তুলা হয়েছে দুর্গাপূজার প্রাঙ্গণ। "জমিদারি বাড়ি" থিম নিয়ে দুর্গোৎসবের প্যান্ডেল সাজানো হয়েছে।

মন্ডপ সাজসজ্জায় বাঁশ এবং কুটির শিল্প ও তাঁত শিল্পের সমাহার ঘটেছে। শুধু মন্ডপের বাইরের দিকের সাজসজ্জায় স্থানীয় ডেকুরেটারকে দিয়ে সাজানো হয়েছে। তবে ভেতরের সমস্ত সাজসজ্জাই সংস্থার সদস্যরা হাতে হাত মিলিয়ে করেছেন।

এই পুজোতে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে পরিবেশ এবং দেশ প্রেম ফুটে উঠেছে। কারণ, প্লাস্টিক বর্জন এবং কোন চিনা সামগ্রী ব্যবহার না করেই এই পুজো মন্ডপকে রাঙিয়ে তুলা হয়েছে।

মায়ের প্রতিমা তৈরিতেও বাঙালিয়ানা পুরো খেয়াল রাখা হয়েছে। ৭৭ বছর বয়সী মৃৎশিল্পী জমিদার বাড়ির থিম মাথায় রেখেই মূর্তি তৈরি করেছেন।

এই দুর্গোৎসবকে ঘিরে এলাহি আয়োজন শুরু হয়েছে মহালয়া থেকেই। ইন্দ্রায়নি নদীর তিরে দাঁড়িয়ে মহালয়ার সকালে চন্ডিপাঠ শুনে আবেগতাড়িত হয়েছেন ওই সংস্থার প্রত্যেকটি সদস্য। এছাড়া, দুর্গোৎসবের দিনগুলিতে কঁচিকাঁচাদের জন্য বিনোদনের নানা আয়োজন করেছে ওই সংস্থা। শ্লোকপাঠ, ক্যুইজ, বিশেষ করে দুর্গাপূজা এবং তার নিয়মনিষ্ঠা সংশ্লিষ্ট বিষয়েই। এছাড়া প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। সরস্বতী অনাথ আশ্রমের কয়েকজন কঁচিকাঁচাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ওই সংস্থার সদস্যদের সাথেই দুর্গোৎসবে আনন্দ নেবেন তারা। পুণ্যার্থীদের জন্য প্রতিদিন দুপুরে খিচুরির আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া, নিরামিশ এবং আমিশ খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।

আনন্দধারা প্রবাসি সংস্থায় প্রায় ১০০ পরিবার মিলে এই দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছে। সংস্থা আশা করছে পূজা মন্ডপে অন্তত তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার পুণ্যার্থীর সমাগম হবে।

পদযাত্রার তৃতীয় দিন : মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি সাংসদ আর কে সিনহার

মধুবনী (বিহার), ৪ অক্টোবর (হি.স.): জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত বুধবার থেকে পদযাত্রা শুরু করেছেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। শুক্রবার তৃতীয় দিনে পড়ল সাংসদ আর কে সিনহার 'গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রা' পদযাত্রাঊ তৃতীয় দিন শুক্রবার মধুবন সেন্ট্রাল স্কুল ও মধুবন আশ্রম পৌঁছন প্রবীণ এই বিজেপি নেতাঊ এখানে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করেন সাংসদ আর কে সিনহা। বাপুর ভিত্তি শিল্প দেখার পর পদযাত্রা শুরু করেন সাংসদ আর কে সিনহা। এদিন সকালে মধুবন সেন্ট্রাল স্কুলে পৌঁছনোর পর পড়ুয়ারা 'স্বাগত-সঙ্গীত' পরিবেশন করে সাংসদ আর কে সিনহাকে অভ্যর্থনা জানানঊ পরে স্কুল প্রাঙ্গণে পড়ুয়া ও শিক্ষকদের মহাত্মা গান্ধীর নীতি সম্পর্কে বার্তা দেন। 'গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রা'-র তৃতীয় দিন, মধুবন সেন্ট্রাল স্কুলে এবং মধুবন বাপু আশ্রমে অবস্থিত মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে পদযাত্রার শুভারম্ভ করেন।

১০ ও ১৯ অক্টোবর মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানায় রাহুলের নির্বাচনী জনসভা, সঙ্গে করবেন রোড শো

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর (হি.স.): রাহুল গান্ধী এখন আর কংগ্রেস সভাপতি ননঊ তিনি এখন কেরলের ওয়ানাড লোকসভা আসনের সাংসদঊ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবির পরই কংগ্রেস সভাপতি পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন সোনিয়া পুত্র রাহুলঊ দলের শীর্ষ পদে না থেকে, দলের হয়ে মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করতে চান রাহুল গান্ধী। নিজেকে প্রমাণ করার আরও একবার সুযোগ পেতে চলেছেন রাহুল গান্ধীঊ আগামী ২১ অক্টোবর মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা বিধানসভা ভোটঊ উভয় রাজ্যেই নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী।

কংগ্রেস সূত্রের খবর, আগামী ১০ ও ১৯ অক্টোবর মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় রোড শো এবং নির্বাচনী জনসভা করবেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। উভয় রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্যই রোড শো ও নির্বাচনী

প্রতীক্ষার

● প্রথম পাতার পর

তাদের মধ্যে দুজন জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। ১ জন ১১ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হাজতে রয়েছেন। এতসব বিতর্কের মাঝেই আজ উড়ালপুল জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিন, উড়ালপুলে দাঁড়িয়ে অনেককে সেলফি নিতে দেখা গেছে। তাছাড়া গাড়ি কিবা বাইক থেকে ফেসবুক লাইভ ভিডিও করতে অনেকেই ব্যস্ত ছিলেন। জনৈক বাইক চালক বলেন, আজ সবটাই স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। তিনি অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, মাটি থেকে আস্তে আস্তে আকাশে উঠে যাওয়া যেন চোখে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তাঁর কথায়, আগরতলার মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হল আজ।

নির্মাণ

● প্রথম পাতার পর

তেমনটা আমল দেয়নি। বাম নেতারা কেবল ভোটের রাজনীতি করেছিল বলে অভিযোগ। আদতে যে কাজটা বাম সরকার করতে পারেনি দীর্ঘ ২৫ বছরের জমানাকালে, সেটা বিজেপি জোট সরকারের ১৮ মাসের মধ্যেই দাবি পূরণ করেছে। এলাকায় সেতুটি নির্মাণ হওয়াতে এলাকাবাসীরা বিধায়িকা কল্যাণী রায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ভীড়

● প্রথম পাতার পর

অবস্থায় কেউ যেন শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট না করে তার জন্যও তিনি আহ্বান জানান। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন এলাকায় নানা সামাজিক কর্মসূচীর আয়োজন করেছে শারদোৎসব উপলক্ষে।

চার

● প্রথম পাতার পর

তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। এদিকে পুলিশ অটো ও বাইক আটক করেছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজ্যপাল রমেশ বাইস উজান অভয়নগরে একটি ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত রুদ্র রূপে শিব দুর্গা নাম লাইভ শো'র উদ্বোধন করেন।

ডিজিপি

● প্রথম পাতার পর

প্রচুর মানুষ আগরতলায় আসবেন। ফলে, তাঁদের নিরাপত্তায় অতিরিক্ত রেলওয়ে পুলিশ মোতায়েন থাকবে।

এদিকে, বিএসএফ এবং সিআরপিএফ-র সাথেও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বৈঠক করেছেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, বিএসএফ সীমান্ত নিরাপত্তা এবং টহলদারি আরও মজবুত করা হবে আশ্বাস দিয়েছে। সিআরপিএফও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নিশ্চিয়তা দিয়েছে। ডিজিপি-র কথায়, ত্রিপুরায় স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে জেলা পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী নজরদারি রাখবে। সে-ক্ষেত্রে ৫০৯টি পুলিশ বিটকে সতর্ক করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, প্রতিটি রেল স্টেশনের এবং যাত্রীদের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করা হয়েছে। ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে আরপিএফ এবং জিআরপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

এদিন ডিজিপি জানিয়েছেন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবছর গত বছরের তুলনায় বাড়ানো হয়েছে। সাথে তিনি জানান, ত্রিপুরায় দুর্গোৎসবকে ঘিরে কোন নাশকতামূলক গতিবিধির হুমকির নেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও ত্রিপুরার জন্য কোন সতর্কতা জারি করেনি। তবুও, সারা ত্রিপুরায় ১৮টি বোম্ব ডিস্পোজাল স্কোয়াড তৈরি রাখা হয়েছে। তার মধ্যে ৮টি বোম্ব স্কোয়াড আগরতলার জন্য তৈরি রাখা হয়েছে। তাঁরা প্রতিনিয়ত নজর রাখবে। ডিজিপি এদিন ত্রিপুরাবাসীকে অভয় দিয়ে বলেন, সাদা পোশাকে মহিলা পুলিশ সহ পুলিশ কর্মী বিভিন্ন দিকে ঘোরাফেরা করবে। তাঁরা সমস্ত পরিস্থিতির দিকে ক্রমাগত নজর রাখবে।

এদিন ডিজিপি ত্রিপুরাবাসীকে গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। তার কথায়, আইন-শৃঙ্খলা জনিত কোন ধরনের খবর যাচাই না করে বিশ্বাস করবেন না। প্রয়োজনে পুলিশের সহায়তা নিয়ে ওই খবরের সত্যতা যাচাই করে তবেই বিশ্বাস করবেন। তাঁর পরামর্শ, সজাগ এবং সতর্ক থাকুন। তবেই, দুর্গোৎসব আরও আনন্দমুখর হয়ে উঠবে।

ব্যক্তির

● প্রথম পাতার পর

তবে কখন ওই ঘটনাটি ঘটেছে তা কেউই বলতে পারছেন না। পুলিশ জানিয়েছে, তার দেহের কিছু অংশ পাশের খালি জমিতে উদ্ধার হয়েছে। ভয়াবহ এই ঘটনায় স্থানীয় জনগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

স্থানীয়দের বক্তব্য, মৃত ফুলকুমার জমাতিয়া প্রায়ই মদমত্ত অবস্থায় ঘোরাফেরা করতেন। শুধু তা-ই নয়, এলাকাবাসী এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথেও তিনি মদমত্ত অবস্থায় ঝামেলা করতেন। তবে, রেলে কাটা পড়ে তাঁর এই করুণ পরিণতি হবে তা কেউই অনুমান করেননি।

জলেফায

● প্রথম পাতার পর

রাবার ভিত্তিক শিল্প যেমন টায়ার তৈরি, রাবারের সূতা তৈরি, ব' এবং পোষাক তৈরি শিল্প, বাঁশ ভিত্তিক শিল্প এবং কৃষি ভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে উঠবে। বিনিয়োগ হবে প্রায় ১৫৫০ কোটি টাকা। এসব শিল্প গড়ে উঠলে প্রায় ১২ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। সেজ গড়ে তুলতে প্রায় ২৫ হেক্টর জায়গার প্রয়োজন হবে।

দেশের প্রথম কর্পোরেট ট্রেন সূচনা হল লখনউ-দিল্লি তেজস এক্সপ্রেসের

লখনউ, ৪ অক্টোবর (হি.স.): দেশের প্রথম কর্পোরেট ট্রেন, সূচনা হল আইআরসিটিসি-র 'লখনউ-দিল্লি তেজস এক্সপ্রেস'-এর। শুক্রবার সকালে উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউ। থেকে লখনউ-দিল্লি তেজস এক্সপ্রেসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ৫ অক্টোবর (শনিবার) থেকে বাণিজ্যিকভাবে চালু হতে চলেছে লখনউ-দিল্লি তেজস এক্সপ্রেস। মঙ্গলবার ছাড়া সপ্তাহের প্রতিদিন চলবে ৮২৫০২ আইআরসিটিসি লখন।-দিল্লি তেজস এক্সপ্রেস। এদিন সকালে সবুজ পতাকা নেড়ে লখনউ-দিল্লি তেজস এক্সপ্রেসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার পর উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'এটি দেশের প্রথম কর্পোরেট ট্রেনঊ এই ট্রেনে ভ্রমণকারী যাত্রীদের আন্তরিক অভিনন্দন। আশা রাখছি অন্যান্য শহরগুলিকেও সংযুক্ত করার জন্য এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। লখনউ-দিল্লি তেজস এক্সপ্রেসই প্রথম প্রাইভেট ট্রেন। আইআরসিটিসি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, লখনউ-দিল্লি তেজস এক্সপ্রেসের টিকিট বুকিং করার জন্য খাবার বুকিং করাও বাধ্যতামূলকঊ অত্যাধুনিক এই ট্রেনের টিকিটের দাম খুব বেশি। ৮২৫০১ আইআরসিটিসি লখনউ-দিল্লি এগজিকিউটিভ চেয়ার কার টিকিটের মূল্য ২,৩১০ টাকা। এসি চেয়ার কার টিকিটের মূল্য ১,৫০৫ টাকা। এছাড়াও ৮২৫০২ আইআরসিটিসি তেজস এক্সপ্রেসের এগজিকিউটিভ চেয়ার কার টিকিটের মূল্য ২,৪৫০ টাকা। এসি চেয়ার কার টিকিটের মূল্য ১, ৭৫৫ টাকা।

ঝাড়খণ্ডে ফের মাওবাদী উপদ্রব! রাঁচিতে মাওবাদীদের গুলিতে মৃত্যু দু'জন পুলিশ কর্মীর

রাঁচি, ৪ অক্টোবর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডে আবারও মাওবাদীদের নাশকতা। ঝাড়খণ্ডের রাঁচি জেলায় মাওবাদীদের গুলিতে প্রাণ হারালেন কর্তব্যরত দু'জন পুলিশ কর্মী। রাঁচি জেলার বুন্দু এবং নামকুমের মাঝে দাস্সাম জলপ্রপাতের কাছে মাওবাদীদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে দু'জন পুলিশ কর্মীরঊ অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (এডিজিপি) মুরারি লাল মীনা জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় দাস্সাম জলপ্রপাতের কাছে জড়ো হয়েছে নিষিদ্ধ সিপিআই (মাওবাদী) সংগঠনের সদস্যরাঊ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার ভোর চারটে নাগাদ ওই এলাকায় পৌঁছয় সুরক্ষা বাহিনী। এডিজিপি আরও জানিয়েছেন, সুরক্ষা বাহিনী ওই এলাকায় পৌঁছনো মাত্রই জওয়ানদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে মাওবাদীরা। যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দেয় সুরক্ষা বাহিনীও। গুলির লড়াই চলাকালীন মাওবাদীদের গুলিতে গুরুতর জখম হন দু'জন পুলিশ কর্মীঊ হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে একজনের মৃত্যু হয়েছে, অপরজন হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেনঊ পুলিশ সূত্রের খবর, গুলির লড়াই চলাকালীন সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় মাওবাদীরা।

হরসিমরতের অনুরোধ রাখলেন পীযূষ নাম পরিবর্তনের পর শুভ যাত্রার সূচনা "সরবত দা ভাল্লা এক্সপ্রেস" ট্রেনের

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর (হি.স.): কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী হরসিমরত কৌর বাদলের অনুরোধ রাখলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। নাম পরিবর্তিত হল নিউদিল্লি-লুধিয়ানা ইন্টারসিটির, নতুন নাম রাখা হয়েছে- "সরবত দা ভাল্লা এক্সপ্রেস" ট্রেন। নাম পরিবর্তনের পর শুভ যাত্রার সূচনা হল "সরবত দা ভাল্লা এক্সপ্রেস" ট্রেনের। শুক্রবার সকালে নয়াদিল্লি রেল স্টেশন থেকে "সরবত দা ভাল্লা এক্সপ্রেস" ট্রেনের আনুষ্ঠানিক শুভারম্ভ করেছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন এবং কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী হরসিমরত কৌর বাদল। সবুজ ঝান্ডা দেখিয়ে "সরবত দা ভাল্লা এক্সপ্রেস" ট্রেনের শুভ যাত্রার সূচনা করেছেন রেলমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা।

নিউদিল্লি-লুধিয়ানা ইন্টারসিটির এখন থেকে নতুন পরিচয় হল "সরবত দা ভাল্লা এক্সপ্রেস" ট্রেন। নয়াদিল্লি রেল স্টেশন থেকে পঞ্জাবের লোহিয়ান খাস স্টেশন পর্যন্ত চলাচল করবে "সরবত দা ভাল্লা এক্সপ্রেস" ট্রেন।

যাত্রা পথে যে সমস্ত স্টেশনের উপর থেকে ছুটে যাবে "সরবত দা ভাল্লা এক্সপ্রেস" ট্রেন : নয়াদিল্লি থেকে শকুরবস্তি, বাহাদুরগড়, রোহতাক, জিন্দ, নরবানা, জাখল, সাঙ্গরুর, ধুরী, লুধিয়ানা, মোগা, জলন্ধর সিটি এবং সুলতানপুর লোধীর পর লোহিয়া খাস স্টেশনে থামবে "সরবত দা ভাল্লা এক্সপ্রেস" ট্রেন"।

প্রসঙ্গত, ৫৫০ তম পরকাশ পূর্ব উপলক্ষ্যে গুরু নানক দেবকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য নিউদিল্লি-লুধিয়ানা ইন্টারসিটির নাম বদল করার অনুরোধ করেছিলেন হরসিমরত কৌর বাদল। রেলমন্ত্রীর কাছে তিনি অনুরোধ করেছিলেন নিউদিল্লি-লুধিয়ানা ইন্টারসিটির নাম বদলে, নতুন নাম রাখা হোক "সরবত দা ভাল্লা এক্সপ্রেস।" হরসিমরতের সেই অনুরোধই রাখলেন রেলমন্ত্রী।

রোজভ্যালি কান্ডে রাজীব কুমারকে গ্রেফতার করতে চায় সিবিআই

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি.স) : রোজভ্যালি কান্ডে রাজীব কুমারকে গ্রেফতার করতে চায় সিবিআই। সিবিআই আধিকারিকরা আইনি পরামর্শ নিয়ে রাজীব কুমারকে গ্রেফতারের তোড়জোড় করছেন। কারণ সারদা রিয়ালিটি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিন মঞ্জুর হলেও রোজভ্যালি কাণ্ডে রাজীব কুমারের নামে মামলা রয়েছে। সারদা এবং রোজভ্যালি মামলায় পৃথক পৃথকভাবে তাঁকে নোটিশ দিতে পারে সিবিআই। রোজভ্যালি মামলাতেও ইতিমধ্যে দু'বার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে নোটিশ পাঠানো হয়েছে শীর্ষ এই আইপিএস কর্তাকে। তিনি হাজির হননি।

গত মঙ্গলবার হাইকোর্টে সারদা কাণ্ডে আগাম জামিন পেয়ে যান কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার । মঙ্গলবার তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করে হাইকোর্টের বিচারপতি শহিদুল্লা মুন্সি ও বিচারপতি শুভাশিস দাশগুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ । তাই, এই রায়ের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বৃহস্পতিবার রাজীব কুমার আলিপুর আদালতে হাজিরা দিয়ে তাঁর আগাম জামিন নিশ্চিত করেন। এর পর অল্প সময়ের জন্য যান ভবানী ভবনে নিজের অফিসে। শুক্রবার থেকে রাজ্য সরকারের পুজোর ছুটি। সিবিআই সূত্রে ইঙ্গিত, তদন্তকারীরা আইন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁরা গোটা বিষয়টি জানিয়েছেন দিল্লির সদর দফতরেও। দিল্লির মতামতের জন্য আপাতত অপেক্ষায় রয়েছেন তারা।

এর আগে এবছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্টে সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে যে হলফনামা জমা দেওয়া হয়েছিল, সেখানেও রাজীব কুমারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। তাঁর পুলিশ কমিশনারেটের মধ্যে বসে কী ভাবে বছরের পর বছর রোজভ্যালি ওই প্রতারণার ব্যবসা চালিয়ে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল সিবিআই। ওই তদন্তের ক্ষেত্রেও রাজীব কুমার অসহযোগিতা করেছিলেন বলে অভিযোগ তুলেছিল সিবিআই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের অভিযোগ, স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিভ টিম বা 'সিট'-এর অন্যতম শীর্ষ কর্তা হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রোজভ্যালির বিরুদ্ধে হওয়া এফআইআর সম্পর্কে কোনও তথ্য সিবিআইকে দেননি বলে অভিযোগ। সেই কারণেই সিবিআইকে ওড়িশার একটি অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা শুরু করতে হয়।

সিবিআই অফিসারদের দাবি, রোজভ্যালি তদন্তেও রাজীব কুমার যে তথ্য গোপন করেছেন এবং সিবিআইকে তথ্য না দিয়ে অসহযোগিতা করেছেন তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে তাদের হাতে। সেই কারণেই রাজীব কুমারকে সিবিআই দু'বার বয়ান রেকর্ড করার জন্য ডেকেছিল। অথচ সারদা মামলার মতোই তিনি নোটিশ পেয়েও হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন। অসহযোগিতার এ রকম একাধিক জোরালো প্রমাণ রয়েছে সিবিআইয়ের হাতে। তাঁদের মতে, চিট ফান্ড মামলার তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজীব কুমারকে হেফাজতে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সে ক্ষেত্রে রোজভ্যালি মামলাও তাঁদের বড় হাতিয়ার। রোজভ্যালি এবং সারদা মামলার সঙ্গে যুক্ত আইনজীবীদের একাংশ মনে করেন, যে সারদা মামলায় তাঁর আগাম জামিন নিশ্চিত হলেও রোজভ্যালি মামলায় তাঁকে সিবিআই গ্রেফতার করতে চাইলে কোনও আইনি বাধা নেই।

বিজনেস হাব হবে

আটের পাতার পর

এ'প্রেস ট্রেনগুলি প্রতিদিন চলাচল করতে পারছেনা। ধর্মনগর-কৈলাসহর- পেঁচারথলের মধ্যে ৪১.৭৫ কিমি রেলপথ নির্মাণের জন্য সমীক্ষার কাজ চলছে। এবছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সমীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পর রেল ট্র্যাকের কাজ শুরু হবে। এর জন্য ব্যয় হবে ১৭১৩ কোটি টাকা। এছাড়াও ধর্মনগর- পেঁচারথল- কমলপুর- খোয়াই- আগরতলা- বিলোনীয়া পর্যন্ত বিকল্প রেলপথ নির্মাণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ২০২০ সালের মধ্যে সমীক্ষার কাজ শেষ হলেই রেল ট্র্যাকের কাজ শুরু হবে। বিকল্প এই রেলপথ নির্মাণে রাজ্যে ৬-৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। অর্থাৎ রাজ্যে আগামী ৪-৫ বছরের মধ্যে সাড়ে নয় হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে। তাতে রাজ্যের জি ডি পি বাড়ার পাশাপাশি রোজগারের সৃষ্টি হবে। রেলপথ নির্মাণে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী তৈরীর কারখানা স্থাপনেও রাজ্যের বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে আসতে পারেন। এছাড়াও রাজ্য সরকার রাজ্যে শিক্ষার হাব আই টি হাব, মেডিক্যাল হাব তৈরী করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। রাজ্যের ব্যবসায়ীরা সেইসব ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ করার জন্য এগিয়ে আসতে পারেন। এর জন্য তাদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার যেসব ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সেগুলিকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার জন্য অর্থনীতিবিদ, সাহিত্যিকদের তাদের লেখনির মাধ্যমে কাজটি করতে হবে। সর্বোপরি রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজকের এই মতবিনিময় সভায় ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অরুণোদয় সাহা, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা সহ রাজ্যের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণ, বুদ্ধিজীবীগণ এবং ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ

জুটিতে লুটলেন এলগার-ডে কক, তবুও দিনের শেষে চালকের আসনে ভারত

ভারত ৫০২-৭সাউথ আফ্রিকা ৩৮৫-৮ (এলগার ১৬০, ডে কক ১১০, অশ্বিন ৫-১২৮)বিশাখাপত্তনম দুর্ধর্ষ বল করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন করেই নিলেন পাঁচটা উইকেট। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে চালকের আসনে ভারতও। তবুও এ দিন শিরোনামে থাকলেন সাউথ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানরা।আরও পরিষ্কার করে বললেন ডিন এলগার এবং কুইন্টন ডে কক। আর কিছুটা হলেও অধিনায়ক ফাফ দু''প্লেসি।এই তিন ব্যাটসম্যানের সৌজন্যে তৃতীয় দিনের খেলার শেষে কিছুটা হলেও স্বস্তিতে প্রোটিয়া শিবির। কারণ ফলোঅনটা তো করতে হচ্ছে না।দিনের শুরুটা হয়েছিল ভারতের পক্ষেই। এ দিন খেলা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাভুমাকে ফিরিয়ে দেন ইশান্ত। ৬৪ রানের মধ্যে চার উইকেট হারিয়ে সাউথ আফ্রিকা তখন রীতিমত ধুঁকছে।ফাফ দু''প্লেসি আসার পর কিছুটা থিতু হয় সাউথ আফ্রিকা। তবে অর্ধশতরান করে ফাফ প্যাভিলিয়নের মুখে দেখার পরেও কোনো ভাবেই স্বস্তি ছিল না সাউথ আফ্রিকা শিবিরে। এর পরেই কার্যত রূপকথা লিখতে শুরু করল সাউথ আফ্রিকা।অনবদ্য একটা জুটির মধ্যে দিয়ে ভারতীয় স্পিনারদের ওপরে রীতিমত দাদাগিরি চালিয়ে গেলেন এলগার আর ডে কক। অশ্বিন-জাদেজার ঘূর্ণি আর হনুমার পার্টটাইম স্পিনকে সাবলীল ভাবে সামলানোর মধ্যে দিয়ে প্রমাণ যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করে এসেছে দু''প্লেসির দল।এলগার আর ডে ককের ১৬৪ রানের অনবদ্য জুটির সামনে কালঘাম ছুটে গেল ভারতীয় স্পিনারদের। শতরান পেরিয়ে নিজের ইনিংসকে আরও অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গেলেন এলগার। আর অন্যদিকে ঝোড়ো একটা ইনিংস খেলে ১০০-এর মুখ দেখেন ডে কক।এই জুটির তাণ্ডবের সামনে একটা সময় এমনও মনে হয়েছিল যে ভারত সম্ভবত লিড ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু সেটা যে হল না তার কৃতিত্ব অশ্বিনের।ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভারতীয় দলে জায়গা তাঁর হয়নি শুধুমাত্র জাদেজার কাছে অলরাউন্ডারের দক্ষতায় হেরে যাওয়ায়। সে নিয়ে তাঁর মনে কোনো চাপা ক্ষোভ ছিল না, তা জানা নেই, কিন্তু প্রথম সুযোগকে কাজে লাগানোর যে জেদ অশ্বিনের মধ্যে চেপেছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।সেটাই হল। আটটার মধ্যে পাঁচটা উইকেটই তাঁর। সুযোগ রয়েছে আরও দুটো উইকেট নিয়ে নেওয়ার। তবে সেই সঙ্গে এও বোঝা গেল সাউথ আফ্রিকাকে একদম হালকা ভাবে নিলে ভালোরকম ফল ভুগতে হবে বিরাটবাহিনীকে।নওয়ার লক্ষ্যেই নামবেন কোহলিরা।অবিরাম বৃষ্টিতে নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ হল বিশাখাপত্তনমে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্টের প্রথম দিনের খেলা। ওপেনার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটের অভিষেকে রোহিত শর্মার অপরাজিত দুরন্ত শতরান, ময়াঙ্কের অপরাজিত ৮৪ রানে দিনের শেষে ভারতের রান বিনা উইকেটে ২০২।সাম্প্রতিক অতীতে ওপেনিং পার্টনারশিপে ভারতের এহেন সাফল্য নেই বললেই চলে। ২০১৫ জুনে বাংলাদেশের মাটিতে শেষবার ওপেনিং জুটিতে দু''শো রানের পার্টনারশিপ এসেছিল শিখর ধাওয়ান ও বিরাট কোহলির হাত ধরে। অর্থাত চার বছরেরও বেশি সময় বাদে ওপেনিংয়ে দু''শো রানের গন্ডি পেরোল টিম ইন্ডিয়া।তবে সবকিছু ছাপিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে রোহিত শর্মার দুরন্ত প্রত্যাবর্তনই বিশাখাপত্তনমে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্টের প্রথম দিনের নির্যাস। বোর্ড সভাপতি একাদশের হয়ে প্রস্তুতি ম্যাচেই ওপেনিংয়ের চ্যালেঞ্জটা নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন রোহিত। তবে সেখানে রানের খাতা না খুলেই ফিরতে হয়েছিল প্যাভিলিয়নে। কিন্তু প্রথম টেস্টের প্রথমদিনই বুঝিয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট ওপেনে তাঁর উপর আস্থা রেখে কোনও ভুল করেনি।দিনের প্রথম সেশনেই কাগিসো রাবাদা-ভার্নন ফিল্যান্ডার সমৃদ্ধ প্রোটিয়া বোলিং আক্রমণের সামনে আগ্রাসী মেজাজে ধরা দেন রোহিত। ৫টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে লাঞ্চের আগেই পূর্ণ করেন অর্ধশতরান। সেইসঙ্গে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে টানা ছ''টি ইনিংসে অর্ধশরান করে রাহুল দ্রাবিড়ের রেকর্ড স্পর্শ করেন ''হিটম্যান''।পাশাপাশি ৩৯ রানে অপরাজিত থেকে মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে ভারতকে বিনা উইকেটে ৯১ রানে পৌঁছে দেন আরেক ওপেনার ময়াঙ্ক আগরওয়াল। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর এতটুকু ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার সুযোগ না দিয়ে রাবাদা-মহারাজদের উপর ব্যাট হাতে ছড়ি ঘোরাতে থাকেন হিটম্যান। রোহিতের একের পর এক দর্শনীয় শট আছড়ে পড়তে থেকে স্টেডিয়ামের বিভিন্ন দিকে। ধ্রুপদী ব্যাটিংয়েই ওপেনার হিসেবে প্রথম টেস্ট শতরানটি তুলে নেন সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে কোহলির ডেপুটি। ৫৪তম ওভারে সেনুরান মুথুস্যামির একটি শর্ট বল কভারে ঠেলে টেস্ট ক্রিকেটে নিজের তৃতীয় শতরানটি পূর্ণ করেন ''হিটম্যান'' রোহিত। ১২টি চার ও ৫টি ছয়ের সাহায্যে চা-পানের বিরতিতে ১১৫ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি।শতরানের দিকে এগিয়ে চলা আরেক ওপেনার ময়াঙ্ক অপরাজিত থাকেন ৮৪ রানে। মন্দ আলোর জন্য নির্ধারিত সময়ের খানিক আগেই দ্বিতীয় সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন আম্পায়াররা।

৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতল ভারত

একদিকে ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দল খেলছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ, অপরদিকে ভারতীয় মহিলারাও দক্ষিণ আফ্রিকার মহিলা দলের সঙ্গে সিরিজ খেলতে ব্যাস্ত। ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ম্যাচে জলের কারনে ভেস্তে যায় ফলে পাঁচ ম্যাচ হওয়ার কথা থাকলেও এই সিরিজে ম্যাচ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ছয়ে। এই সিরিজের প্রথম এবং দ্বিতীয় ম্যাচ আগেই জিতে নিয়েছে হরমনপ্রিতরা এবার সিরিজের পঞ্চম ম্যাচ জিতে সিরিজ পকেটে পুরে নিল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল।গত ম্যাচে ৫১ রানের বড় জয়ের পর এবার এই ম্যাচ দাপটের সঙ্গে খেলে জিতে নিল ভারতীয় দল। ভারতের বাঁহাতি স্পিনার রাধা যাদব মাত্র ২৩ রান দিয়ে ৩ উইকেট তুলে নিয়ে একাই ধ্বংস করে দেয় সাউথ আফ্রিকার ব্যাটিং লাইন আপ। পাশাপাশি মাত্র ১৯ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়ে রাধাকে যোগ্য সঙ্গ দেন দীপ্তি শর্মা। আর ভারতীয় বোলারদের এই দাপুটে বোলিংয়ের জন্যই সাউথ আফ্রিকাকে ১০০ রানের মধ্যে বেঁধে রাখতে সক্ষম হল।নির্ধারিত ২০ ওভার শেষে ৮ উইকেট হারিয়ে প্রোটিয়ারা রান করে ৯৮। তবে এই ছোট টার্গেট চেস করতে নেমে শুরুতেই চাপে পড়ে যায় ভারতীয় দল।

ইংল্যান্ডে খেলতে যাওয়ার অনুমতি চাননি হরভজন, বলছে বিসিসিআই

ভারতীয় ক্রিকেটার হরভজন সিং নাকি ইংল্যান্ডে খেলতে যাওয়ার অনুমতি চাননি। এমনটাই বলছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের এক কর্তা। কিছুদিন থেকেই ভারতীয় ক্রিকেট মহলে এমন খবর ঘোরাফেরা করছিল যে বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় অফ স্পিনার হরভজন ইংল্যান্ডের দ্য ১০০ ক্রিকেট টুর্নামন্টে খেলতে যাচ্ছেন। এবং সেই টুর্নামেন্টের ড্রাফে নাকি তার নামও আছে।যদিও এমন খবর উড়িয়ে দিচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডে। বিসিসিআই কর্তা জানিয়েছেন হরভজন একজন সিনিয়র ক্রিকেটার। সে জানে বোর্ডের অনুমতি না নিয়ে অন্য দেশেক কোনও ক্রিকেট টুর্নামেন্টে খেলতে পারে না ভারতীয় ক্রিকেটাররা। হরভজন বোর্ডের কাছে অন্য কোনও দেশে খেলতে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে কোনও নো অবজেকশন সার্টিফিকেটও চাননি। বোর্ড এই বিষয়ে নাকি ভাজ্জির সঙ্গে কথাও বলেছে বিসিসিআই কর্তারা। হরভজনও এমন খবরের কথা উড়িয়ে দিয়েছিন।ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের নিয়ন অনুয়ায়ী কোনও ভারতীয় ক্রিকেটার অন্য কোনও দেশের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারেন না। ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর বোর্ডের কাছে এই অনুরোধ করলে বিসিসিআই অনুমতি দিল অন্য দেশের লিগে খেলতে আর সমস্যা থাকে না। যেমনটা দেখা গিয়েছিল যুবরাজ বা শেহওয়াগের ক্ষেত্রে। কিন্তু হরভজন এখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেননি। পাশাপাশি চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে আইপিএলের খেলছেন ভাজ্জি। তাই কোনও ভাবেই তার বিদেশে খেলতে যাওয়া সম্ভব নয়। যদিও হরভজনকে নিয়ে প্রকাশিত খবর বলা হয়েছে, ভাজ্জি যদি লিগ খেলের সুযোগ পান তাহলে তিনি ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন এবং আগামী বছর জুলাই মাসে ইংল্যান্ডের সেই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ নেবেন।

ইমরান খানকে তীব্র কটাক্ষ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন : পাকিস্তানের বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। অথচ ধীরে ধীরে ক্রিকেট সমাজেই যেন সম্মান হারাতে বসেছেন তিনি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তাঁর কাজকর্ম নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। নিজের দেশে তো বটেই বিদেশেও সমালোচনা হয়েছে ইমরান খানকে নিয়ে। এবার আরও একবার পাক প্রধানমন্ত্রীকে তীব্র কটাক্ষ শুনতে হল। টুইটারে ইমরান খানকে একহাত নিয়েছিলেন বীরেন্দ্র শেহবাগ। পাক প্রধানমন্ত্রীর একটি ভিডিও শেয়ার করে ক্যাপশনে বীরু লিখেছিলেন, ""সঞ্চালক বললেন, আপনার কথা ব্রোনক্সের একজন ঢালাইকরের মতো। কিছুদিন আগে জাতিসংঘে করুণ বক্তৃতার পর এই লোকটা মনে হয় নিজেকে ছোট করার জন্য নতুন পথ খুঁজে বের করেছে।""স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ! বোর্ডের ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন সবাইশেবাগের শেয়ার করা ওই ভিডিয়ো দেখে ইমরান খানকে তীব্র কটাক্ষ করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি ভিডিয়োর নিচে লিখলেন, ভীরু... আমি এটা দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছি। অসংলগ্ন বক্তব্য। বিশ্বে এখন শান্তি দরকার। দেশ হিসেবে পাকিস্তানের যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এবং তাদের প্রধানমন্ত্রী যেসব কথাবার্তা বলছেন তা আবর্জনার সমান। যে ইমরান খানকে ক্রিকেট বিশ্ব চিনত, জানত, ইনি সেই ইমরান নন। জাতিসংঘে তাঁর ভাষণ ছিল খুব খারাপ। প্রসঙ্গত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমএসএনবিসি টিভি চ্যানেলের টক শো ''মর্নিং জো'' অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে আমেরিকার পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ইমরান খান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকও পাক প্রধানমন্ত্রীকে ছেড়ে কথা বলেননি।ইমরান খানের বক্তব্য নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে টুইট করেছেন মহম্মদ শামি, হরভজন সিং এবং ইরফান পাঠানের মতো ক্রিকেট তারকারাও।

"আমার তো জুতোও ছিল না!" সোনার মেয়ে হিমা যেন সাক্ষাত মা দুগ্গা,

দ্য ওয়াল ব্যুরো: দেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের একটা ছোট্ট গ্রাম থেকে অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েল গেমসের আসরে সোনা জয় করা স্প্রিন্টার কন্যা হিমা দাসের নাম এখন কে না জানে! তাঁর কঠিন লড়াইয়ের কথাও সামনে এসেছে একাধিক বার। হবে না-ই বা কেন। আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাবড় প্রতিযোগীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, মাত্র ১৫ দিনে পরপর চারটি সোনা জয় করে এনেছে যে মেয়ে, তার গল্প যে বহু মানুষের অনুপ্রেরণা হবে, তা বলাই বাহুল্য। তাঁর সেই লড়াইয়ের গল্পই এবার উঠে এল তাঁর নিজের মুখে, একটি ফেসবুক পোস্টে। ফেসবুকের জনপ্রিয় পেজ ''হিউম্যানস অফ বম্বে'' থেকে প্রকাশিত হয়েছে এই পোস্ট। এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যেই রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে পোস্টটি। বহু মানুষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনে ভরে গিয়েছেন হিমা। ''আমার মা-বাবা দু''জনেই ধানখেতের চাষি। একটা বড় পরিবারে ছোটবেলা কেটেছে আমার। টাকাপয়সার মুখ দেখিনি কোনও দিনই। কিন্তু আমার মা-বাবা সব সময় বলতেন, যতটুকু আছে ততটুকু দিয়েই সেরা কাজটা করার কথা।''- এভাবেই নিজের কথা বলতে শুরু করেছেন হিমা। পরে বলেছেন, তাঁর মা-বাবা জানতেনই না, কমনওয়েল গেমস কী। বুঝতেনই না, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অর্থ। কিন্তু টিভিতে মেয়েকে দেখেই খুশি হতেন তাঁরা। গর্বিত হতেন। স্কুলজীবনের কথাও বলেছেন হিমা। জানিয়েছেন, ছোটবেলায় স্কুলে পড়ার সময়ে তাঁর প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল। কিন্তু খেলার জুতোও ছিল না একজোড়া। খালি পায়েই খেলতেন। ফুটবল খেলার সময়ে

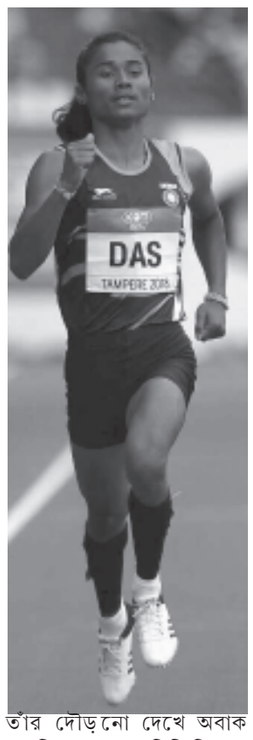

তাঁর দৌড়নো দেখে অবাক হয়েছিলেন স্কুলের পিটি শিক্ষক। তিনিই প্রথম হিমাকে বলেছিলেন, জেলা স্তরের অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় নামতে। সেখানে যোগ দেওয়া এবং জিতে যাওয়াই হিমার জীবনের মোড় এক বিশেষ দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তিনি যে দৌড়তে পারেন, তা তখনই জানা হয়েছিল হিমার। ''ওই প্রতিযোগিতার সময়েই আমার দিকে নজর পড়েছিল দু''জন কোচের। ওঁরা আমায় অসমে একটা রানিং ক্যাম্পে যোগ দিতে বলেছিলেন। প্রথমে ভেবেছিলাম বাড়ি থেকে আপত্তি করবে, কিন্তু পরে বাবাই উতসাহ দিলেন।''- বলেন হিমা। সেই ক্যাম্পেই সূর্যের আলো ফোটার আগে ঘুম থেকে উঠে শুরু হতো অনুশীলন। সারাদিন ধরে চলত অমানুষিক পরিশ্রম। স্প্রিন্টার হওয়া সহজ নয়, তখনই বুঝেছিলেন হিমা। কিন্তু এ কঠিন কাজ রপ্ত করতেও বেশি সময় লাগেনি তাঁর। হিমা বলেন, ''কঠিন পরিশ্রম, হাড় ভাঙা অনুশীলনের ফল পেয়েছিলাম। এশিয়ান ইউথ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করার জন্য কোয়ালিফায়েড হলাম এবং সেখানে সপ্তম হলাম। এর পরে ওয়ার্ল্ড ইউথ চ্যাম্পিয়নশিপে পঞ্চম হলাম। এর পরেই তো এশিয়ান গেমসের আন্ডার ২০ বিভাগে ভারতীয় হিসেবে প্রথম সোনা জয় করলাম।'' দেখুন হিমার সেই পোস্ট। ২০১৮ সালের এই চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় হিসেবে সোনা আনা স্পোর্টস দুনিয়ায় একটি ইতিহাস তৈরি করেছিল। এর পরে আর বাধা পেতে হয়নি হিমাকে। ''আজ আমার অপ্রাপ্তি বলতে কিছু নেই। রাষ্ট্রপতির হাত থেকে অর্জুন পুরস্কার পেয়েছি। দেশের জন্য এত এত পদক এনেছি। তার চেয়েও বড় কথা, লক্ষ লক্ষ মানুষকে গর্বিত করতে পেরেছি আমি, তাঁদের ভালবাসা পেয়েছি।''- বলেন হিমা। এই পোস্টটি প্রকাশিত হওয়ার পরেই লাইক-কমেন্টের বন্যা বয়ে যায় ফেসবুকে। বহু বহু মানুষ অভিনন্দন জানিয়ে শেয়ার করেছেন হিমার পোস্ট। কেউ কেউ বলেছেন, দেশের সবচেয়ে বড় উতসব দুর্গাপুজোর সময়ে, এ যেন এক রক্তমাংসের দুর্গার গল্প। যে দুর্গা একদিন খেলার জন্য জুতোটুকুও কেনার সামর্থ্য ছিল না, আজ তাঁরই নামে করা হয়েছে নামী-দামি ব্র্যান্ডের জুতো। তাই হিমা বলেছেন, ''আপনার স্বপ্নের প্রতি আপনি বিশ্বস্ত হলে, সাফল্য আসবেই।''

রক সলিড" এলগারকে ফিরিয়ে টেস্টে ২০০ উইকেট জাদেজার

অবশেষে এল কাঙ্খিত উইকেটটি। প্রায় গোটা দিন ভারতীয় বোলারদের হতোদ্যম করে শেষমেশ ভুল করলেন ডিন এলগার। প্রোটিয়াদের ইনিংসের ১০০ তম ওভারে এলগারকে ফেরালেন রবীন্দ্র জাদেজা। একই সঙ্গে নিজের টেস্ট কেরিয়ারে ২০০তম উইকেটটিও নিয়ে নিলেন তিনি। আর এই ২০০তম উইকেটটি যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁর কাছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।গতকাল ৩৯ রানেই তিন উইকেট খুইয়ে খাদের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তৃতীয় দিন সকালে দলের ৬৩ রানের মাথায় ফিরে যান বাভুমা (১৮)। কিন্তু এরপরে ব্যাটিংয়ের হাল ধরেন এলগার ও অধিনায়ক ডু''প্লেসি। দুজনে মিলে ১১৫ রানের পার্টনারশিপ গড়ে তুলে দলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। যদিও ব্যক্তিগত ৫৫ রানের মাথায় ফিরে যান ফাফ। তাঁকে ফেরান অশ্বিন।কিন্তু তারপরেই ঘুরে যায় খেলা। কুইন্টন ডি''কককে নিয়ে ক্রিজে থিতু হয়ে যান ডিন এলগার। অশ্বিনকে ছক্কা হাকিয়ে সেঞ্চুরি করেন তিনি। হাসিম আমলার পর (২০১০) তিনিই একমাত্র প্রোটিয়া ব্যাটসম্যান যিনি ভারতের বিরুদ্ধে শতরান করেন। সেই শতরানকে অচিরেই দেড়শোর ঘরেও নিয়ে যান তিনি। যদিও ৭৪ রানের মাথায় জাদেজার বলে এলগারের ক্যাচ ফেলেছিলেন ঋদ্ধিমান। ডি''কক ও এলগারের দাপটে যখন একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন ভারতীয় বোলাররা, তখনই দলকে খেলায় ফেরান ''স্যার'' জাদেজা। তাঁর বলে সুইপ করতে গিয়ে লং অফে ক্যাচ তুলে দেন ডিন। দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পরে সেই বল তালুবন্দি করেন চেতেশ্বর পূজারা। ২৮৭ বলে ১৬০ রান করেন ফেরেন ডিন এলগার। তবে শতরান করেছেন কুইন্টন ডি''ককও।

Walk-in-Interview

Applications from eligible candidates are invited for the position of one **(01) no field attendant** under the "National Mission on Himalayan Studies" G. B. Pant National Institute of Himalayan Environment and Sustainable Development (GBPNIHESD), Almora (U. K), sponsored project in the Department of Horticulture, College of Agriculture, Tripura, Lembucherra 799210.
Project Title: "Horticulture based eco-friendly development and promotion of women friendly entrepreneurship for livelihood improvement in rural area of Tripura. "
Principal Investigator: Dr. Sukhen Chandra Das
Position available: One (1) Field attendant
Emoluments: Rs. 8, 000/- p. m (Consolidated)
Terms and Condition:
1.The appointment will be temporary initially for six months and is extendable subject to biannual review and is co-terminus with the duration of the project.
2.No Earned Leave/ Medical leave is admissible.
3. The appointment will be purely on contact basis and the incumbent shall not have any claim for regular appointment.
4.If the candidate does not perform duties of the project as desired by the authority/ PI, the undersigned has the right to terminate the candidate without any explanation.
Essential Qualifications:
Class VIII (Eight) pass with ability to do manual work.
Desirable qualification:
Candidates with prior experience in the field of Horticulture, particularly nursery Management Age:- 20-37 years (Relaxation is admissible in case of SC/ST/OBC as per Government norms).
Application and Selection Process:- All interested candidates may appear for Walk-in-Interview at College of Agriculture, Tripura, Lembucherra-799210 on 15th October, 2019 at 11:00 AM along with bio data and all relevant documents (original + photocopy) and two (2) recent passport size photograph. No TA/DA will be paid for appearing in the interview. The undersigned reserves the right to reject the interview without showing any reason.

ICA/D-1072/2019-20

Sd/Dr. D. Sen
Principal-in-Charge
College of Agriculture, Tripura.

No.F.13(1-14)-AGMC/MRU/Project/SNIQ/Vol-II/2019/13-94
Dated: Agartala, 1st October, 2019
Name **of** the work: Short Quotation for **'Vacuum pump compatible to vacuum desiccator (Make:Borosil, Code no. 3083043) for MRU, AGMC & GBP Hospital, Agartala'.**
A Short notice Inviting Quotation (SNIQ) is hereby invited from resourceful, experienced and bonifide licensed manufacturer or their authorized local supplier/dealer/ distributor in the state of Tripura for Short Quotation for **'Vacuum pump compatible to vacuum desiccator (Make:Borosil, Code no. 3083043) for MRU, AGMC & GBP Hospital, Agartala'.** The detailed terms and conditions, the list of items with indicative quantity and tender document may be seen at notice board of AGMC, and also may be collected from the MRU Office. at AGMC building from 10.00 am to 4.00 pm upto **11.10.2019** except Sundays and other holidays. The last date and time for submission of the SNIQ documents is on **23.10.2019 by 4:00 pm to the office of the undersigned.** The details also may be seen in College Website (www.agmc.nic. in).

ICA/C-1249/19

Princtpal
AGMC & GBP Hospital,
Agartala, Tripura

PRESS NOTICE INVITING RFP: Ref No: RFP-1 / F.13(1)CE/ RD/UID(OPR)/19-20 DATE : 01.10.19
The Executive Engineer — I, O/o the Chief Engineer, RD Department,Phone-0381-2329358, on behalf of the Governor of Tripura, invites RFP (both Technical and Financial bid) for Outsourcing of manpower for 64 nos (Maximum) Aadhaar Enrolment Operators cum Supervisors to carry out Aadhaar Enrollment/updates in the Permanent Aadhaar Enrolment Centres(PAECs) run by R.D Department in Tripura from eligible bidders up to 21.10.2019 (3.00 PM).
(1) Eligibility: Registered manpower service provider like institution/company/consulting firm/Society in India since last 5 (five) years. (2) **EMD:** Rs. 1,00,000.00 (3) **RFP fee:** Rs. 1000.00 (non refundable) (4) **Bidding process:** Online through **tripuratenders.gov.in.** For detail, please log on to www.tripuratenders.gov.in/ tripura.gov.in/ rural.tripura.gov.in or visit the office of the tendering authority.

ICA/C-1253/19

Sd/-
Executive Engineer
Office of the Chief Engineer
RD Department, Gurkhabasti, Agartala
Phone : 0381-2329358

MEMORANDUM
On account of unavoidable circumstances the Short Notice inviting Tender vide F.No.9(43)/AGRI/SSTL/SSTL/2019-20/ Part-1/5191-93 dated. 24.09.2019 and ICA Publication NO. ICA-C/1202/19 for uploading and printing of Soil Health Card is hereby cancelled.

ICA/C-1263/19

Joint Director of Agricultu e (Research)
State Agriculture Research station
Arundhatinagar, Agartala.

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. EE-IED/AGT/26/2019-20 dated 01-10-2019
The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate tender(s) from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on **15/10/2019** for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date & time for receipt of application for issue of tender form	Time and date of opening of tender	Place of sale of tender documents	Class of bidder
1	Providing temporary illumination w.e.f 27/10/2019 to 29/10/2019 in the New Rajbhavan Building & Chief Justice Bungalow at Capital Complex on the occasion of Diwali Festival 2019 **DNIT No: EE-IED/AGT/36/2019-20**	Rs. 1,28,440.00	Rs. 1,284.00	07(Seven) days	Upto 15.00 Hrs on 14/10/2019	At 15.30 Hrs on 15/10/2019	Office of the Execuitve Engineer, Internal Electrification Division, Agartala : West Tripura.	Appropriate Class

Details of the PNIT can be seen at Internal Electrification Division, Agartala during office hour.

ICA/C-1256/19

(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No. 13 XE/ENGG.CELUSamagra/2019-20
Dated 27.09.2019
The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha Abhiyan, Shiksha Bhawan, **3rd** Floor, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State Public Sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/ Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 19/10/2019 for the following work:-

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date & time for document down-loading	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding at application	Class of bidder
1	Maintenance of 39 nos JB/SB/High/ HS Schools under Dukli Block, West Tripura under NDRF Scheme. DNIT No:35/SE/ENGG.CELL/DSE/2019-20.	Rs. 16,03,051.00	Rs. 32,061.00	2(Two) Monts	Upto 15.00 Hrs on 19/10/2019	At 21/10/2019 hrs on 15.00 hrs	http://tripuratenders .gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https:// tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing with option for Re —submission , wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation . The e-procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the schedule date and time. Submission of bids physically is not permitted o negotiation will be conducted with the lowest bidder.

ICA/C-1269/19

Executive Engineer, Engineering Cell
Samagra Shiksha Abhiyan,Shiksha Bhawan, 3rd Floor, Agartala.

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTIFICATION

No.F.9 (29-130)-EXAM./TPSC/2019 Agartala, Dated 4th Ocotober,2019
Ref : Advertisement No-02/2019 and Provisional Admission Certificate published on 25.09.2019
As per request of the special category candidates the Commission has decided to re-schedule the starting time of the Second Session Examination of all examination days for Main Examination of TCS and TPS Grade-II 2019-20. Now the Second Session Examination will be started at 2.30 PM instead of 2.00 PM. Other terms & condition as given in the Provisional Admission Certificate will remain unchanged. For Further Details please visit : www.tpsc.gov.in.
The commission will not be responsible for printing mistake, if there be any.

(S. Mog)
Secretary,
Tripura Public Service Commission

জাগরণ 8 September, 2019, Friday আগরতলা, ৫ অক্টোবর, ২০১৯ ইং, ■ ১৮ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

অর্থনীতিবিদদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বিজনেস হাব হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আরোও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থনীতিবিদ সহ রাজ্যের ব্যবসায়ীদের ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি রাজ্য সরকার যে সকল পলিসি নিয়ে কাজ করছে সেদিকে নজর রেখেই ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইবেরীতে রাজ্যের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় মুখ্যমন্ত্রী এই আহ্বান জানিয়েছেন।সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রান্তিক শহর সাবমে ল্যাণ্ড কাস্টম স্থাপন, ইন্টারন্যাশনাল চেকপোষ্ট, ফেনী বীজ নির্মাণ সহ বহুমুখী কাজ হচ্ছে। তাতে আগামী ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে সাবম অনেক উন্নত হবে এবং রাজ্যের অন্যতম বাণিজ্যিক শহর হিসাবে পরিচিত লাভ করবে। সাবমের ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ কাজ শেষ হলে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির বিজনেস হাব হবে। ফেনী নদীর উপর বীজের নির্মাণের পর বাংলাদেশের দিক দিয়ে রামপুর থেকে চিটাগাং পর্যন্ত ৩৮ কিমি রাস্তাকে প্রশস্ত করার জন্য

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, গতকাল বাংলাদেশের চিটাগাং বন্দরকে খুলে দেওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে রাজ্যের যে সুসম্পর্ক রয়েছে রাজ্যের বিনিয়োগকারীদের সেই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোন দেশ বা রাজ্যকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সর্বাগ্রে শান্তি বজায় রাখা প্রয়োজন। রাজ্যের শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশও সহযোগিতা করছে। বর্তমান রাজ্য সরকার পর্যটন শিল্পকে উন্নত করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। রাজ্যের বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান যেমন, ঊনকোটি, ডম্বর, ছবিমুড়া, নারিকেলকু', নীরমহল, মাতাবাড়ি প্রভ'তিকে দেশ-বিদেশের পর্যটকের কাছে আক'ষ্ট করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেইসব ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করতে পারেন। রাজ্যের বৈদ্যতিক ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করার জন্য এ ডি বি ১৯০০ কোটি টাকা ম'র করেছে। তাতে উন্নত ট্রান্সফরমার, আধুনিক জেনারেটর, প্রিপেইড মিটার স্থাপন ইত্যাদির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে যে সকল ব্যবসায়ীগণ বৈদ্যতিক সামগ্রী তৈরী করেন তাদের দেশের বড় বড় কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের চেয়ারম্যানকে বলা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফল প্রক্রিয়াকরণ রাজ্যের আরেকটি বড় ক্ষেত্র। রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে আনারস, কাঁঠাল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। সেগুলিকে ভিত্তি করে রাজ্যে ফল প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপনেও ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করতে পারেন। তাছাড়া রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ উৎপন্ন হয়। সম্পতি দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ১৩ জন বিনিয়োগকারী রাজ্যে বাঁশভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তারা রাজ্যে বাঁশভিত্তিক শিল্পে ১০০-১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চায়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সহযোগিতায় রাজ্যের রেল পরিষেবার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যেই রাজ্যে ৬টি এ'প্রেস ট্রেন পরিষেবা শুরু হয়েছে। কিন্তু রাজ্যে বর্তমানে সিঙ্গেল ট্র্যাক থাকার কারণে

ছয়ের পাতায় দেখুন

এবার অপর্ণা সেন সহ পঞ্চাশ জন বিদ্বজনের বিরুদ্ধে এফআইআর মুজফফরপুরে

মুজফফরপুর, ৪ অক্টোবর (হি.স.) : দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গো-রক্ষাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে গণপিটুনির ঘটনায় সরব হয়েছিলেন দেশের একদল বিদ্বজন। সেই মর্মে বিদ্বজনদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠিও লেখা হয়েছিল। রামচন্দ্র গুহ, মণিরতনম এবং অপর্ণা সেন সহ পঞ্চাশ জন সেলিব্রিটির নাম ছিল ওই চিঠিতে। এবার তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হল বিহারের মুজফফরপুরে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে চিঠি দেওয়ার দু'মাসের মধ্যেই একটি পিটিশন করেন আইনজীবী সুধীর কুমার ওঝা। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই একটি নোটিশ পাস করে চিফ জুডিশিয়াল ম্যজিস্ট্রেট সূর্যকান্ত তিওয়ারি এই নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ভারতীয় দন্ডবিধির আইন অনুযায়ী, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত, দোষ দেওয়া, রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারায় এই মামলা করা হয়েছে। ওই ৪৯ জন একাধিক সামাজিক বিষয়ে উল্লেখ করে একটি চিঠি লেখেন। সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা নিতে আর্জিও জানিয়েছেন তাঁরা। চিঠিতে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্যের ভিত্তিতে বলা হয়েছে, ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৮ সালের ২৯ অক্টোবরের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে ২৫৪ জনকে অপরাধী, ৯১-এর হত্যা, ৫৭৯ জন আহত হয়। চিঠি অনুযায়ী, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী পদে যখন নরেন্দ্র মোদী ছিলেন তখন এমনই অপরাধের মাত্রা ছিল ৯০ শতাংশ।

এই চিঠিতে যেমন তারকারা রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন সমাজকর্মী, কার্ডিওলজিস্ট, লেখক, ঐতিহাসিক, সাধারণ নাগরিক, মোটা ৪৯ জন। চিত্র পরিচালক কেতন মেহতা, অঞ্জন দত্ত, অনুপম রায়, আদুর গোপালকৃষ্ণণ, রূপম ইসলাম, ঋদ্বি সেন, ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ, সংগীতশিল্পী শুভা মুদগল প্রমুখরা সই করেন এই চিঠিতে। পরে অপর্ণা সেন সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছিলেন, 'দেশ জুড়ে কোথাও গোমাংস খাওয়ার অভিযোগ তোলা হচ্ছে, কোথাও জয় শ্রী রাম না বললে পেটানো হচ্ছে, এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হচ্ছে। এগুলো কী ধরনের ঘটনা?" অভিনেত্রীর মতে, জয় শ্রী রাম, আল্লাহু আকবর, জয় বাংলা, জয় মা কালী কিংবা জয় মহাদেব। সবকিছুই বলার অধিকার আছে মানুষের। তবে ভালোবেসে বলানো উচিৎ, জোর করে নয়। দেশ জুড়ে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে উৎকণ্ঠায় আছেন বলেই ওই চিঠি দিয়েছেন বলে জানান তিনি।

বালাকোট এয়ারস্ট্রাইকের প্রমোশনাল ভিডিও প্রকাশ করল বায়ুসেনা

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর (হি.স.) : বালাকোটের এয়ারস্ট্রাইকের আলোকে একটি প্রমোশনাল ভিডিও প্রকাশ করল ভারতীয় বায়ুসেনা। শুক্রবার ভিডিও প্রকাশ করেন, বায়ুসেনা প্রধান মার্শাল আরকেএস ভাদুরিয়া। প্রমোশনাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ফাইটার জেটের উড়ান। তাদের মিসাইল নিক্ষেপ। এছাড়াও এই ভিডিয়োটিতে পুলওয়ামায় জঙ্গিহানা, বালাকোটে প্রত্যাঘাত এবং পাকিস্তানের ব্যর্থ বিমান হানার কথা বলা হয়েছে।

পুলওয়ামায় সিআরপিএফ কনভয়ে জইশ জঙ্গিদের হামলার ঘটনা ঘটেছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি বিকেলে। তারপর ১২ দিনও সময় নেয়নি ভারত। ২৬ ফেব্রুয়ারি কাকভোরে প্রত্যাঘাত করেছিল ভারতীয় বায়ুসেনা। কাকপক্ষীতেও টের পায়নি সেই অপারেশনের কথা। বিমান উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকে বালাকোটে জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান লঞ্চপ্যাডকে উড়িয়ে দিয়েছিল আইএএফ। পুলওয়ামা হামলার পর ভারতীয় বায়ুসেনা পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল বালাকোটে জঙ্গি ঘাঁটি। পাকিস্তান সেই প্রত্যাঘাতের কথা মানতে চায়নি। এমনকী দেশের ভেতরে নানা মহল এর প্রমাণ দাবি করে বিতর্ক উস্কে দিয়েছিল। শুক্রবার সেই গোটা ঘটনার প্রমোশনাল ভিডিও প্রকাশ করল বায়ুসেনা। ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে আজ যে ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, পুলওয়ামার ঘটনায় নিহত জওয়ানদের প্রাণের বদলা নেওয়া হয়েছে। ওই সময়ে পাকিস্তানের তরফে দাবি করা হয়েছিল, তারা নাকি ভারতের আকাশসীমায় ঢুকে হামলা চালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই ভিডিওতে বায়ুসেনা বলেছে, পাকিস্তানের হামলার কথা পুরোটাই ভুয়ো।

বালাকোটে কী হয়েছিল তা নিয়ে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছিল সেই সময়ে। অনেকে বলেছিলেন, প্রমাণ দিক সরকার। একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও দাবি করা হয়, বালাকোটে জইশের প্রধান প্রশিক্ষণ শিবিরের কোনও ক্ষতিই নাকি হয়নি। এর পর তিন বাহিনীর প্রধান একযোগে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, "আমরা আমাদের টার্গেট পূরণ করেছি। প্রমাণ যা দেওয়ার সরকার দেবে।"

এ দিনের ভিডিও প্রকাশের পর বায়ুসেনার তরফে বলা হয়েছে, এই ভিডিও দেশের তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করবে। একই ভাবে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবেও থেকে যাবে।

টিএসআর'র উদ্যোগে বস্ত্র দান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ সেপ্টেম্বর।। শুক্রবার ১২ ঘটিকায় গুনগরস্থিত টিএসআর ১১ ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে বস্ত্রদানের আয়োজন করেছে। ষষ্ঠীর মহালগ্নে এদিন সকালে শারদোৎসবের সূচনা করেন আইজিপি সিএস রায়। ১১ ব্যাটেলিয়ানের খেলার মাঠে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। তাছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টিএসআর ১১ ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট তথা অমরজিৎ দেববর্মা প্রমুখ। প্রতি বছরই জওয়ানদের উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবা মূলক কাজ করে থঅকেন। এরই পাশাপাশি না খেতে পাওয়া মানুষদের পাশে দাঁড়ানো অর্থের অভাবে চিকিৎসা করতে পারছেন এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াই মূলত কাজ হচ্ছে জওয়ানদের। ৭৬ জন দুস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্রদান করেন জওয়ানরা। যারা বস্ত্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাদের সকলকে মধ্যাহ্ন ভোজের আহ্বান করেন। আগত দুঃস্থ মানুষের মধ্যে আনন্দের উৎসাহের উৎফুল্ল মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে।

সীমান্ত সুরক্ষা বিষয়ে বিএসএফ আইটিবিপি ও এস এস বি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর (হি.স.) : দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ), ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি), সশস্ত্র সীমা সুরক্ষা বল (এসএসবি)-র শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে বসেন। এই বৈঠক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সভাপতিত্বে বিএসএফ, আইটিবিপি, এসএসবি এবং অসম রাইফেলস এর মহানির্দেশক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সীমান্ত বিষয়ক সচিব সহ ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্ত নেপাল, ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত, ভারত-মায়ানমার সীমান্ত বিষয়ক সেনা জওয়ানদের মহানির্দেশকদের উপস্থিতিতে সীমান্ত সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করেন এবং পাশাপাশি নিরাপত্তা বিষয়ে সীমান্তবর্তী এলাকার গুপ্তচর সংস্থা সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী হামলায় গুপ্তচর বার্তা ও সুরক্ষার বিষয়ে কড়া হওয়ার নির্দেশ দেন। সম্প্রতি ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে টেলিফোনিক কথোপকথনে সূত্রের খবরে দেশের নিরাপত্তা বিষয়ে আরও সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই আধিকারিক লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফয়েজ হামিদ পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ঘুরে গিয়েছেন। এ বিষয়ে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থাকে আরো বেশি সতর্ক হওয়ার বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। গুপ্তচর সংস্থা সূত্রের খবর, রাজধানী দিল্লি, মুম্বই, জম্মু-কাশ্মীর ও পাঞ্জাব এলাকায় হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। সূত্রের খবর, জম্মু কাশ্মীর ৩৭০ ধারা বিলোপ হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থার পক্ষ থেকে বারবার ভারতে সন্ত্রাসবাদী হামলার হুমকি দিয়ে চলেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লি এবং মুম্বই এর সমস্ত বিমানবন্দর, জলপথের বন্দর এবং সরকারি দফতরগুলোতে সুরক্ষা আরও বাড়ানো নির্দেশ জারি করা হয়েছে এদিনের বৈঠকে।

নদীয়ায় খেলতে গিয়ে খালে পড়ে মৃত্যু হল তিন শিশুর

নদীয়া, ৪ অক্টোবর (হি.স.) : পুজোর আনন্দের মাঝেই মর্মান্তিক ঘটনা উ নদীয়ায় খেলতে গিয়ে খালে পড়ে মৃত্যু হল তিন শিশুর। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়া জেলার থানা পাড়া এলাকার মুক্তার পুরে।

পুজোর আনন্দের মাঝেই নেমে এল স্বজন হারানোর বিষাদ। নদীয়ায় খেলতে গিয়ে খালে পড়ে মৃত্যু হল ৩ জন শিশুর। জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরে নদীয়া জেলার থানা পাড়া এলাকার মুক্তার পুরে খেলতে খেলতে পা পিছলে খালের জলে পড়ে যায় তিন শিশু। আর তার ফলেই মৃত্যু হল তিন শিশুর। মৃত তিন শিশুর নাম সোহানা খাতুন (৯), সোহিনী খাতুন (৮), ও সঞ্চিতা খাতুন।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, নদীয়ার মুক্তার পুরের বাসিন্দা ওই তিনশিশু এদিন দুপুরে খাল সংলগ্ন চাষের জমিতে খেলছিল। খেলার সময় হঠাৎই পা পিছলে তিনজন খালের জলে পড়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও তারা বাড়ি ফেরেনি। তাদের খোঁজ করতে করতে পরিবারের লোকজন খালপাড়ে আসে। আর সেখানেই দেখতে পায়, তিন শিশুর মৃতদেহ ভাসছে। ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মৃত শিশুদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।শুক্রবারের ঘটনায় এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

প্লাস্টিক বর্জন এবং জৈবিক সারের চাষাবাদের আহ্বান জানালেন বিজেপি সাংসদ আর কে সিনহা

পাটনা, ৪ অক্টোবর (হি.স.) : রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধীর দেশে ১৫০তম জন্মজয়ন্তীতে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যসভার সদস্য তথা হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান আর কে সিনহা 'গান্ধী সংকল্প যাত্রা'য় গান্ধীজীর স্বদেশী সংস্কৃতির কার্যকারিতা গানের মাধ্যমে প্রচারিত এবং প্রসারিত করেন। বিজেপি সাংসদ সিনহা বলে থাকেন মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের কাছে গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত ও বার্তা পৌঁছে দেওয়াই এই যাত্রার মূল লক্ষ্য। গান্ধীজীর একটি বার্তার উপর যদি কাজ করা যায় তাহলে মহাত্মা গান্ধীকে সঠিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হবে। তিনি গান্ধীজীর দেখানো পথে নেশামুক্ত সংকল্প এবং বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও, প্লাস্টিক বর্জন এবং জৈবিক সারের মাধ্যমে চাষাবাদ করার কথা মানুষের কাছে তুলে ধরেন। গান্ধী সংকল্প যাত্রার তৃতীয় দিনে শুক্রবার মধুবনী সেন্ট্রাল স্কুল এবং মধুবনীতে গান্ধীজীর আশ্রমে সাংসদ আর কে সিনহা গান্ধীজীর আবক্ষ মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। মধুনী সেন্ট্রাল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত সংগীতে সাংসদ সিনহাকে অভিনন্দন জানানো হয়।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সিদ্ধান্তের কথা তুলে ধরেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে শুরুতে মনোজ ভাবুক লোকগীতি মাধ্যম দিয়ে সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে সোমেশ্বর গোপকে মা ভারতী সম্মান এবং বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এবং মহিলা সশক্তিকরণ উৎসাহ দানের বেশকিছু ভোজপুরি লোক সংগীত পরিবেশন করা হয়। এছাড়া এদিনের অনুষ্ঠানে নবরাত্রিতে দেবীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি মাধ্যমে ভোজপুরি লোক সংগীত এবং কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়ার উপর ভোজপুরি লোক গীত পরিবেশিত হয়।

গান্ধীর সংকল্প যাত্রা তৃতীয় জীবনে অন্যান্য কার্যাবলী সঙ্গে সাংসদ আর কিছুই না মধুবনী সেন্ট্রাল স্কুল এবং মধুবনী মহাত্মা গান্ধী আশ্রমে গান্ধীজীর মূর্তিতে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মজ্জাফফরপুরের চাঁদনীচক থেকে আসা বাইক ব্যালিকেও তিনি স্বাগত জানান। সাংসদ আর কে সিনহা বলেন, গান্ধীজীর রামরাজত্বের কল্পনা করে রাত তিনটে পর্যন্ত আপনার নিজের ইচ্ছাপত্র লিখেছেন। সেখানে তিনি গ্রামের উন্নয়ন কেমন হতে পারে, দেশের উন্নয়ন কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, সে সম্পর্কে সমস্ত কথা তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু তার আগে তিনি কংগ্রেসের ভেঙে যাওয়ার প্রয়োজন বলে জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হয়ে গিয়েছে, তাই এখন আর কংগ্রেস দলের প্রয়োজন নেই। আলাদা আলাদাভাবে মানুষ দলের লড়াইয়ে জয় করে দেশের কাজ করবে। এরপরেও তিনি স্বচ্ছতা, পরিবেশ এবং মহিলাদের সশক্তিকরনের কথা লিখেছিলেন। তিনি আরও বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বার্তা ও তার সমস্যা সমাধানে এবং তা বাস্তবায়িত করছেন। গান্ধীজি জৈবিক সারে চাষাবাদ করার জন্য ১৯৩৫ সালে ইন্দোর যাত্রা করে কৃষকদের কাছে গিয়েছিলেন। এজন্য গান্ধীজীর রামরাজত্ব এবং নরেন্দ্র মোদীর সুশাসনে সংকল্প সাথে সাথে এই যাত্রা সূচনা করা হয়েছে। পশ্চিম চম্পারনে বিজেপির রাজ্য সভাপতি এই যাত্রার সূচনা করেছেন এবং এদিন এই জেলার সভাপতি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মোদিজীর শুধুমাত্র ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত এই যাত্রা করার কথা বলেছেন। কিন্তু জেলা সভাপতি ইচ্ছা অনুসারে এই যাত্রা জেলার ১১ টি মন্ডলে প্রচারিত প্রসারিত করার আহ্বান তিনি জানান। এই যাত্রায় মনোরঞ্জনের পাশাপাশি গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত ও বার্তা পৌঁছে দেওয়াই দিতে পারলে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে বলে তিনি মনে করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।